অভিসারিকা

ত্রয়াঙ্ক হাস্যরসাত্মক নাটক

ঘটনা সংস্থান—বেলা ৫টা হইতে তৎপরদিন
সকাল বেলা ১০টা পর্য্যন্ত

শ্রীযুক্ত অয়স্কান্ত বক্সী

ষ্টার রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত

বড়দিন—৯ই পৌষ শুক্রবার ১৩৪৪
ইং ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩৭

সর্ব্বস্বত্ব গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য—৸৹

প্রকাশক
ব্রজেন্দ্র নাথ ঘোষ
২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

B159501

প্রিন্টার
বি, এন, ঘোষ
আইডিয়াল প্রেস
১২।১ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর
স্মৃতি তর্পণে
উৎসর্গীকৃত হইল

নিবেদন

নটগুরু শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়কে প্রণাম। তাঁহার কৃপায় আমি আজ রঙ্গালয় সেবার অধিকারী। নট হিসাবেই আমি পরিচিত, কিন্তু নাট্যকাররূপে আমাকে দেখিয়া হয়ত অনেকে বিস্মিত হইবেন। কিন্তু, এমনও অনেকে আছেন, যাহারা আমাকে লেখক হিসাবেও চেনেন।

আমার শ্যামা, ভুলচুক প্রভৃতি নাটক যখন হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে অভিনীত হয়, তখন ঐ প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য অধ্যক্ষ বিশিষ্ট বন্ধু সুসাহিত্যিক শ্রীযামিনী মতিলাল মহাশয় একখানি বড় কৌতুক নাটক লিখিতে আমাকে উৎসাহিত করেন। যাঁহার উৎসাহ ও প্ররোচনায় এই নাটক সৃষ্টি লাভ করে, আজ তাহার অভিনয় সাফল্যে তাঁহারও আনন্দ কম নহে জানি।

তৎপরেই বলিতে হয় আমার নটবন্ধু শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কথা। তাঁহারই আগ্রহ ও চেষ্টায় ষ্টার রঙ্গমঞ্চে ইহা অভিনীত হইবার সুযোগ লাভ করে। ষ্টার রঙ্গমঞ্চের সুযোগ্য পরিচালক শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র পাল মহাশয় ইহার অভিনয় সুবিধা দান করিয়া, আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

সর্ব্বশেষে, আমার নটবন্ধু অগ্রজপ্রতিম সুদর্শন অভিনেতা জীবনদা অর্থাৎ শ্রীযুক্তজীবন গাঙ্গুলী মহাশয় নাটকের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়া যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে ইহা মঞ্চস্থ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার

অকৃত্রিম স্নেহেরই পরিচয় পাইয়াছি। আর ষ্টারের সুযোগ্য ও স্বনামধন্য নটবন্ধুগণ, তাঁহাদের নটবন্ধুর নাটককে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে, যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলে অকিঞ্চিত হয় বলিয়া আমি নিরস্ত হইলাম। অলমিতি বিস্তারেন।

৫৪ গ্রে ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

অয়স্কান্ত বক্সী

অভিসারিকা

চরিত্র

পুরুষ ও স্ত্রী	পরিচয়
বিকাশ চাটার্জ্জি	কলিকাতা পুলিশ কোর্টের উকিল
শাশুড়ী	ঐ শাশুড়ী
শান্তি	ঐ স্ত্রী
দিদিমা	ঐ দিদিমা দূর সম্পর্কের
ফকির	ঐ ভৃত্য
ভোম্বলবাবু	শান্তির সম্পর্কে মামা
সুহাস	বিকাশের কলেজ মেট
বিপত্তারণ	ঐ বাল্যবন্ধু
ভোলানাথ	বিপত্তারণের কর্ম্ম সহচর
ক্যান্তি	দিদিমার গৃহের ঝি
ঘণ্টার মা	বিকাশের গৃহের ঝি
লীলা	প্রগতিসম্পন্না বিদূষী তরুণী
শীলা	ঐ পিসতুত ভগ্নী

অনেকা যুবতী, গায়ক ও গায়িকা, চানাচুরওয়ালা, পার্কের প্রহরী ড্রাইভার, মুস্কিলআসান, পিওন ও জনতা।

ষ্টারে

প্রথম অভিনয় রজনীর শিল্পীবর্গ

প্রযোজনা

নেতৃত্ব	শ্রীবিমলচন্দ্র পাল
সুর সংযোজনা	„ ধীরেন দাস ও রঞ্জিত রায়
নৃত্য	„ সমর ঘোষ
দৃশ্য	„ অনিল পাল
মঞ্চ	„ মানিকচন্দ্র দে ও হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়
চিত্রশিল্পী	„ বিমলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
সুর পেটিকা	„ রতন দাস
বংশী	„ মন্মথ দাস
আড় বাঁশী	„ বিষ্ণু মিত্র
সঙ্গত	„ হরিপদ দাস
বেহালা	„ কালীপদ সরকার ও বৃন্দাবন দাস
গ্রন্থধারণ	„ শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অভিনয়

বিকাশ	শ্রীজীবন গাঙ্গুলী—(ফিল্ম-ষ্টার)
সুহাস	„ অর্দ্ধেন্দু চাটার্জ্জি
ভোম্বল	„ হীরালাল চাটার্জ্জি
ভোলানাথ	„ কুঞ্জ সেন
বিপত্তারণ	„ সুরেন রায়
ফকির	„ আশুতোষ বসু (এঃ)

প্রহরী	„ গোপাল মুখার্জ্জি
১ম ব্যক্তি	„ শরৎ চট্টোপাধ্যায়
২য় ব্যক্তি	„ বিদ্যুৎ বসু
চানাচুর ওয়ালা	„ মধু ব্যানার্জ্জি
মুস্কিল আসান	„ তিনকড়ি চ্যাটার্জ্জি
গায়ক	„ রতন দাস
পিওন	„ তিনকড়ি চ্যাটার্জ্জি
লীলা	**শ্রীমতী অরুণা দাস**—[ফিল্ম-ষ্টার]
শাশুড়ী	„ কুসুম কুমারী পরে মতিবালা
দিদিমা	„ কোহিনুর বালা
শান্তি	„ উমা তারা
শীলা	„ লক্ষ্মীবালা
ঘণ্টার মা	„ উমাশশী
ক্ষ্যান্তি	„ মনোরমা
জনৈকা যুবতী ও গায়িকা	„ চারুবালা ও নন্দরাণী (ছোট)

অভিসারিকা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(দৃশ্য—ইডেন গার্ডেনের খালের সন্নিকটবর্ত্তী অংশ। খালের ঠিক উপরেই একখানি বেঞ্চি। পার্শ্বে লাল সুড়কির পথ। সেই পথে পায়চারী করিতেছিল বিকাশ।)

বিকাশ। এই নব বসন্তের মুকুলিত সন্ধ্যায় যেন ব্যাঙের মত লাফিয়ে চলতে ইচ্ছা হয়। হায়! হায়! হায়! এই এক ঘেঁয়ে জীবনে একটা রোমান্সও জোটেনা! না! রোমান্সের ভাগ্যই বোধ হয় আলাদা। এই যে কে একজন তরুণী আসছেন।

[একটী নবীনা যুবতী পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল]

না—ফিরেও চাইলে না! ওই যে কে ওপারে যায় না? কোথা যাও চঞ্চল হরিণ! আজি তোর নাহিরে নিস্তার। এই... (খালের ওপারে নীলা চলিয়া গেল) এই পুনর্ব্বার করি শর...ক্ষে...প...sorry!

[সহসা আগন্তুক সুহাসের সহিত সংঘর্ষ হয়]

সুহাস। তা…তা দেখে চলতে হয় ?

বিকাশ। আপনিই বা কোন দেখে চলছিলেন ? হা, হা Euclid বলছেন, একটি দণ্ড সমতল রেখার ওপর একটি বিন্দুতে একই সময় দুইটি বিভিন্ন লোক অবস্থান ক'রতে পারেনা, ফল, সংঘর্ষ। তা-তা কিছু মনে ক'রবেন না।…আপনি…তুমি আরে কে সুহাস ?

সুহাস। বিকাশ ? বহুদিন পরে…কি খবর ? সেই কলেজ ছাড়বার পর আর দেখা নেই। তা ভাল ত ?

বিকাশ। Splendid ! এস, এস, ঐ বেঞ্চখানায় বসা যাক।

সুহাস। কতদিন পরে দেখা…তা…ভাই হা-হা এক মিনিট।
(সে ছুটিয়া বাহিরে যায় ও মুহূর্ত পরে ফিরিয়া আইসে)
হাঁ, তারপর ?

বিকাশ। Engagement আছে বুঝি ?

সুহাস। Engagementই বটে ! কটা বাজল' ?

বিকাশ। [ঘড়ি দেখিয়া] ৫॥•টা হ'ল। কটার সময় দরকার ?

সুহাস। দরকার ঠিক নয়। এমনি সময়টিতে এই গোধূলি লগ্নে সে নিত্য আসে নব পল্লবিত এই ফুলের রাজ্যে—

বিকাশ। তুমি কবিতা লিখছ বুঝি আজকাল ?

সুহাস। সমস্ত দিন জীবিকা সংস্থানের নিষ্পেষণে জীবনটা একটা প্রকাণ্ড গদ্য গ্রন্থ ছাড়াত আর কিছু নয়। শুধু এইটুকুই ভাই আমাদের কাব্য অবকাশ।

বিকাশ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) বেশ আছ ! সমস্ত দিন নীরস গদ্যের সমালোচনা করে—গোধূলি লগ্নে কাব্য সুধা পান করে, গভীর

নিশীথে, স্বপ্নাবেশে ক'র তার উপভোগ। আমার কবিতা বোধ ঐ বিবাহের রাত্রেই দিয়েছি জলাঞ্জলি।

সুহাস। অপূর্ব্ব! বিবাহের মত মানুষের জীবনকে ছন্দবদ্ধ ক'রতে আর দ্বিতীয় বন্ধন নেই। কিন্তু—

বিকাশ। তুমি আজও বিয়ে করনি নিশ্চয়ই! হা—তা বেশ আছ ভায়া বেশ আছ!

সুহাস। ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ vice-versa.

বিকাশ। কেন? মুক্ত বিহঙ্গের মত রঙীন আকাশে বেড়াচ্ছ উড়ে, রামধনুর মাধুরী ভোগ করে।

সুহাস। মাধুরী! ঐ ধনুকের হুল খেয়ে একেবারে ধনুষ্টঙ্কার রে ভায়া! পথে ঘাটে চারিদিকে আজকাল প্রজাপতির রং সমাবেশ—তার মধ্যে আমরা অর্থাৎ এই অবিবাহিতের দল যেন একেবারে অনাহুত। সে রাজ্যে আমাদের যেন প্রবেশাধিকারই নেই। পঙ্কল পঙ্কে শূকরের ন্যায় আমরা যেন ঘোঁত ঘোঁত করে বেড়াচ্ছি। আর অহরহ ঐ রামধনুর ধারাল নয়নবাণের খোঁচা খেয়ে খেয়ে একেবারে কলেরক ডাইরিয়ার উপক্রম। আর তুমি—Oh you lucky chap! এই বিপুল সংসারের একটি মাত্র জীবকে পেয়েছ আপনার করে। যাকেই অবলম্বন ক'রে তোমার জীবন লতা বেড়ে চলেছে জীবনের নব নব রস বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে।

বিকাশ। রস বৈচিত্রই বটে! আচ্ছা ভাই, তুমিত কবি। কল্পনা ক'রতে পার, ডিটেকটিভ্ রবার্ট ব্লেক যদি মেয়েমানুষ হ'য়ে ঘরের কোণে বাস ক'রতে থাকে?

সুহাস। হা-হা-হা !

বিকাশ। আর তার criminologyর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে অহরহ তোমার জীবন থেকে শত রহস্য টেনে হিঁচ্‌ড়ে এনে পথের ধূলোয় লুটিয়ে দেয়, তবে জীবনটা কি রকম সুখময় হয় ?

সুহাস। তোমার জীবনে আবার রবার্ট ব্লেক এল কে ?

বিকাশ। রবার্ট ব্লেক হ'লেও বাঁচোয়া ছিল—তার ওপর আবার পিনাল কোর্ড—ধারায় ধারায় শাস্তিরে ভায়া ধারায় ধারায় শাস্তি !

সুহাস। এক মিনিট। এখানে ব'সেই হ'ত, তবে ঐ গাছটা—

[প্রস্থানোদ্যত]

বিকাশ। কেন ? ঐ গাছটা কি তোমার প্রিয়ার নয়ন বিচ্ছুরিত কটাক্ষ বাণের আসবার ব্যাঘাত স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ?

সুহাস। না-না-ঠিক—

বিকাশ। হা-হা-হা ! ঠিক তার আগমন সঙ্কেতটুকু পাওয়া প্রয়োজন —কেমন ?

সুহাস। অনেকটা ঠিক। তা ভাই—excuse me—one minute—

[প্রস্থান]

[পুনরায় প্রবেশ করিয়া] হাঁ, কি বলছিলে ? বিয়ে করেছ ?

বিকাশ। শুধু বিয়ে কি হে ?

সুহাস। না না, কি বলছিলে—শাস্তি ? হা-হা-হা-তিনি কে ?

বিকাশ। উত্তরাধিকার সূত্রে বিবাহের দান, বোঝার ওপর শাকের আঁটি—আমার শাশুড়ী মহাশয়া।

সুহাস। ও ! সে ভদ্রলোক—

বিকাশ। ভদ্রলোক! ভদ্রলোক কি হে! আমার খাশুড়ী—ফাষ্টপার্সন ফেমিনিন জেণ্ডার—প্লুরাল নাম্বার—

সুহাস। ব্যাকরণ ভুল। হা-হা সিঙ্গুলার নাম্বার হবে না?

বিকাশ। তিনি যে দশভূজা।

সুহাস। হা-হা-হা!

বিকাশ। দশভূজা হ'লেও বাঁচতাম, নাগালের বাহিরে থাকলে বিপদের আশঙ্কা কম। তার ওপর তিনি যে দশাননা। জীর্ণ বসন যে এক মুহূর্ত্ত পরিবর্ত্তন ক'রব তার উপায়ট নেই। এই সেদিন—সাম্‌নের বাড়ীর শীলা—কি গানই গায় তোমায় কি ব'লব। এক মিনিট—শুদ্ধ, এক মিনিট দাঁড়িয়ে সে গীত সুধা পান করেছিলাম—অমনি একেবারে তুমুল, বর্ষণ—কর্ষণ—ধর্ষণ—যাই আর কি! একেবারে ত্যাজ্য জামাই সম্পর্ক।

সুহাস। ভায়া বুঝি ঘর জামাই?

বিকাস। কোর্টে যে রকম মক্কেলের ভেতর মড়ক এবং দুর্ভিক্ষের মহামারী আরম্ভ হ'য়েছে, তাতে না হ'য়ে আর করি কি!

সুহাস। এক মিনিট! ··আঃ ঐ গাছটা—　　　[প্রস্থান ও প্রবেশ]
হাঁ, কি বলছিলে? ও রকম তোমার গান শোনাটা—

বিকাশ। গান গাওয়া হয় শোনবার জন্যেই—

সুহাস। কিন্তু, ওরূপ ক্ষেত্রে শব্দের চেয়ে স্পর্শের অনুভূতি জাগে বেশী। আজ একেবারে এতদূর অগ্রসর হ'য়েছ? তোমার দশাননার বিশ নয়নে কি দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে না কি?

বিকাশ। সম্প্রতি বিশ নয়না আমার স্ত্রী হিনয়নাকে নিয়ে মধুপুরে অবস্থান ক'রছেন।

সুহাস। এক মিনিট! আঃ ঐ গাছটা— [প্রস্থানোদ্যত]

বিকাশ। [ঘড়ি দেখিয়া] পৌনে ছটা। ভাবে বোধ হচ্ছে তুমি আর ফিরতে পারবে না। যাও ভাই—তোমায় আর ধরে রাখব না। তোমার তবু ভাই প্রিয়ার আসবার সময় সঙ্কেত আছে, আমার সে অনাগতা রোমান্স সুন্দরী যে ক'বে আসবেন—সে শুধু কালই বলতে পারে। যাক্, কাল রবিবার আপিসও বন্ধ একবার সকালের দিকে এস, ব'সে ব'সে তোমার প্রীতিরস নাট্যের গল্প শুনে এই এক ঘেঁয়ে জীবনে একটু বৈচিত্রের ছোঁয়াচ লাগন যাবে। কার্ডখানা নিয়ে যাও ভাই। [কার্ড প্রদান] সকালের দিকে সমস্তক্ষণই বাসায় থাকব—চাই কি আমার ওখানেই খাওয়া দাওয়া ক'রবে।

সুহাস। নিশ্চয়—নিশ্চয় যাব। Thank you. আমি এখন চ'ল্লাম ভায়া। তুমি দিব্য নিশ্চিন্তে বসে বসে শরক্ষেপ ক'রতে থাক।

বিকাশ। দণ্ড বিধির আইনে সোপর্দ্দ আমাদের মত হতভাগ্যের আবার বৈচিত্র! তবু একটা রোমান্স টোমান্স জুটলে এই বেকার জীবনের একটু তৎপরতা বাড়ত। এক ঘেঁয়ে জীবন নাট্যের অভিনয় হ'য়ে চলেছে—তাতে যদি একটুও রকম কিছু হয় মন্দ হয় না—যাকে বলে drmatic stunt. ক্ষতি কি বরং নাটকটা একটু জমে ওঠবার অবকাশ পায়। আচ্ছা ভাই—cheer you! [সুহাসের প্রস্থান]

[সেই মুহূর্ত্তে খিয়েটারী ঢংএ হাত ছুড়িয়া আপন মনে
কি বলিতে বলিতে প্রবেশ করে লীলা]

আরে ! এসে দেখি সেই হরিণ নয়না ! নয়ন ছুটি কিছু
চঞ্চল। সহসা এই চাঞ্চল্যের কারণত কিছু বুঝতে পারছিনা।
এই দিকেই আসছে।

[সেই মুহূর্ত্তে সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে
ধমকাইয়া দাঁড়াইয়া ভ্রূকুটি করে]

কটমট্ করে চাইছে দেখ ! আমার প্রতি এ সঙ্কর্ণতার
কারণত কিছুই বুঝতে পারছি না ! ও রক্ত চক্ষুর কারণস্বরূপ
কিছু করেছি ব'লেত মনে করতে পারছি না !

[লীলা ততক্ষণে খালের তীরে যাইয়া দাঁড়ায়। জুতা
জোড়া খুলিয়া সন্তর্পণে তীরে স্থাপন...করিয়া
একবার বিকাশের দিকে চাহিয়া ….সেই
খালের জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে]

বিকাশ। আরে ! এ যে দেখি—কি সর্ব্বনাশ !

[বিকাশ আপনার পাঞ্জাবী খুলিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হয়]

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বড় রাস্তার সন্নিকটবর্ত্তী ইডেন গার্ডেনের অপর অংশ। এক গায়ক ও গায়িকা প্রবেশ করে। জনতা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরে। চানাচুরওয়ালা ছোক্‌রা তাহার চানাচুর সম্ভার নামাইয়া বসে)

গীত

মিথ্যারে তুই সত্য ভেবে কোথায় ছুটিস নিতি।
আপন ভুলে পরে ঢালিস বুক ভরা তোর প্রীতি॥
ক'জনে প্রেম করতে জানে,
জানে না যে আপন প্রাণে
তবু, দিবস রাত্রি কার লাগি গাঁথে মিলন গীতি॥

(সকলের প্রস্থান)

[লীলার হস্তধারণ করিয়া সিক্ত কর্দ্দমাক্ত অবস্থায় প্রবেশ করে, বিকাশ]

লীলা। (আপনাকে মুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া) কে তুমি? আমায় ছেড়ে দাও। আমি মরব—আমি মরব!

বিকাশ। (বিরক্তভাবে) উঃ! কি কাদা! যত না জল তত কাদা।

লীলা। আমায় ছেড়ে দিন। আপনি কে? কেন আপনি আমায় ধরে রেখেছেন?

বিকাশ। ভর সন্ধ্যা বেলা ভাল এক ফ্যাসাদে পড়লাম ত! গঙ্গায়

কি জলের অভাব হ'য়েছে? মরবারই যদি সখ তবে এত জায়গা থাকতে ঐ হাঁটুজলে ডোববার সাধ কেন? চলুন—চলুন। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়। ঐ চারিদিক থেকে লোক ছুটে আসছে। এখুনি একটা হাঙ্গামা হবে। চলুন! ছি-ছি-ছি! এখন পথ দিয়ে যাইই বা কি করে? একেবারে কাদায় পাঁকিয়ে দিলেগা! আসুন। আঃ কি জ্বালা আসুন!

["আত্মহত্যা-আত্মহত্যা" রবে জনতা আসিয়া পথ রোধ করিল]

১ম ব্যক্তি। ভাগ্যিস ভদ্রলোক ছিলেন! নইলে এখুনি নারী হত্যা হত। বেছে বেছে জায়গায় পড়েছিল—দুমানুষ সমান জল! ভদ্রলোক না থাকলে কোথায় যে ভাসিয়ে যেত—তার সন্ধানও পাওয়া যেত না।

বিকাশ। (ক্রোধে মুখভঙ্গী করিয়া) সন্ধানও পাওয়া যেত'না! আপনাকে বলেছে ওখানে দু'মানুষ সমান জল। দেখেছেন—বলি দেখেছেন?

১ম ব্যক্তি। (সোৎসাহে) ওখানে যে দু'মানুষ সমান জল নেই তার প্রমাণ? বাজী রাখছি—মাপুন!

বিকাশ। আপনি সারারাত ধরে মাপতে থাকুন—আমরা চল্লাম।

[প্রস্থানোদ্যত-সেই মুহূর্ত্তে পথ রোধ করিয়া আসিয়া দাঁড়ায় বাগানের প্রহরী]

প্রহরী। তোরা ঠাহারকে যানা। কেয়াহুয়া রহা ?

[চানাচুরওয়ালা ছোক্‌রা সোৎসাহে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইল]

চানাচুর। বাবুজি ! হাম আপ্‌না আঁখসে দেখা—উন্‌ আউরত্‌ ঝাঁপ দিয়া—উন্‌বাবু লেকেন উন্‌কা উঠায়লিয়া।

১ম ব্যক্তি। "আত্মহত্যা"।

২য় ব্যক্তি। A case of suicide.

প্রহরী। কেয়া—আত্মনাশ ? বহুত ঝঞ্ঝাট্‌ কি বাত্‌।

বিকাশ। ঝঞ্ঝাট্‌ কেয়া হ্যায় ? ইনি আওরাত পা পিছ্‌লায়কে জলমে গিরায় গিয়া—হাম ঝপ্‌ করকে ঝাঁপায়কে খপ্‌ করকে উঠায় লিয়া।

চানাচুর। মরণেকো লিয়েজি ! হাম আপ্‌না আঁখছে দেখা।

বিকাশ। (ঘুঁসি পাকাইয়া) ইয়া দেখা ?

চানাচুর। (সভয়ে) দেখা—দেখা বাবুজি ! (সে সরিয়া পড়ে)

লীলা। আমি পা পিছলে পড়ে যাই।

প্রহরী। লেকেন ওহি বাত্‌তো ঠিক হ্যায়। তব্‌ পুলিশকো তো বল্‌নে হোগা।

বিকাশ। (স্বগত) পুলিশ—থানা—কোর্ট !

প্রহরী। আপ্‌কা ঠিকানা ?

১ম ব্যক্তি। এ সব কেস্‌ পুলিশে বড় সহজে ছাড়েনা।

প্রহরী। ওহি বাত তো ঠিক্‌ হ্যায়। (লীলার প্রতি) আপ্‌কা নাম আউর ঠিকানা ?

(লীলা সকাতরে বিকাশের দিকে চাহে)

বিকাশ। তুম্ কিয়া বল্‌তা—হাম লোক এইসা হিঁয়া রহেগা ? যব্ নিমুনিয়া হোগা ?

প্রহরী। ওহি বাত্ তো ঠিক হ্যায়। লেকেন, আপ্‌কা নাম ?

বিকাশ। আমার ?

প্রহরী। ওহি তো লাগে গাই—লেকেন ইন্‌কা ?

বিকাশ। ইন্‌কা হচ্ছে—ইন্‌কা—মহিলা চাটার্জ্জি।

(প্রহরী বানান করিয়া লিখিতে থাকে)

প্রহরী। নম্বর ?

বিকাশ। নম্বর—নম্বর—হোতা নম্বর ঐ—গিয়ে ১৬নং ক্যাওরাতলা।

প্রহরী। হুঁ। ওহি ত ঠিক্ হ্যায়। লেকেন আপ্‌কা ?

বিকাশ। হাম্‌কা ?....... একই হ্যায়।

প্রহরী। ওহি তো ঠিক্ হ্যায়। লেকেন ক্যায়া করে বাবুজি—পুলিশকা ঝঞ্ঝাট—ওহি ওয়াস্তে। হে—হে—সেলাম। (প্রস্থান)

(জনতা নিরাশ হইয়া খসিয়া পড়ে)

নীলা। কি ক'রে জানলেন আমি চাটার্জ্জি ?

বিকাশ। চাটার্জ্জি আমি—জানি আপনি চাটার্জ্জি—চাটার্জ্জি না হয়েই যায় না।

নীলা। হি-হি—আমি চাটার্জ্জি নই। আর নামটা, কি আপনার পছন্দ ! একেবারে সেকেলে। ছি-ছি-ছি ! আমার এমনি

লজ্জা করতে লাগল—মনে হ'ল আবার ঝাঁপিয়ে পড়ি। মহিলা আবার কারু নাম হয়? আপনি নেহাত সেকেলে। আমার নাম লীলা।

বিকাশ। সে ত হ'ল কিন্তু, এ সবের কারণ কি?

লীলা। কি সবের?

বিকাশ। এই হাঁটু জলে ডুবে মরা।

লীলা। আমার মত হ'লে—আপনিও—

বিকাশ। আমিও?

লীলা। হাঁ—আপনিও। (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) সংসারে যার বাপ্ মা নেই তার বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা।

বিকাশ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) হায়রে! সেত আমারও নেই।

লীলা। আমার মত পিসি পিসে মশায়ও নেই কারু—

বিকাশ। আমার মত পিনাল কোডও ত নেই কারু। তা—তাঁরা কি করলেন?

লীলা। নিজেরা গেলেন শিলংএ। আমাকে আর দিদিকে রেখে গেলেন বাড়ী আগ্‌লাতে। বলেন—আমাদের পরীক্ষা আছে।

বিকাশ। তাই বুঝি এই পরীক্ষা করছিলেন? ঐ—ঐ যে একখানা ট্যাক্সি যাচ্ছে। এই ট্যাক্সি! কোথায় যাবেন?

লীলা। যমের বাড়ী।

বিকাশ। যমত নিলেনা—এখন?

লীলা। গঙ্গায় একবার শেষ চেষ্টা ক'রব আমি কি জানি এতে এত কম জল? আপনি বাড়ী যান।

বিকাশ। তা—তা—কি করে হয়? আপনার বাড়ী—

লীলা। সেখানে আমি যাব না।

ড্রাইভার। [নেপথ্যে] আইয়ে বাবুজি!

বিকাশ। আর দেরী করবেন না—বলুন?

লীলা। ঐ ত বল্লাম।

বিকাশ। সে কি ক'রে হয়? তবে—

ড্রাইভার। জলদি বাবুজি! [নেপথ্যে]

বিকাশ। কি আপদ! গঙ্গায় ডুবতে ত আর আপনাকে ছেড়ে দিতে পারিনে। কি করি? তবে—আসুন!

লীলা। চ'লুন।

তৃতীয় দৃশ্য

[একটি বড় হল ঘর। বামে ও দক্ষিণে এক একটি দরজা। সম্মুখে মধ্যখানে একটি বড় দরজা। দুই পার্শ্বে দুইটি জানালা। হলটি বিশিষ্ট ভাবে সজ্জিত। বড় দরজা দিয়া বিকাশও **লীলার প্রবেশ।**

বিকাশ। কোথায় যাবেন এখনও বলুন? আপনার বাড়ী কোথায়

লীলা। যমপুরীতে।

বিকাশ। অর্থাৎ আপনি আত্মহত্যা করবেন!

লীলা । নিশ্চয়ই ।

বিকাশ । ও আপনার বাজে হুমকি । আত্মহত্যা করতেও সাহসের প্রয়োজন ।

লীলা । আমার সাহসে দুর্ভিক্ষ কোথায় দেখলেন ?

বিকাশ । নইলে কেউ হাঁটুজলে ডুবে মরতে যায় ! সাহস যা বোঝা গেছে ।

(লীলা একখানি সোফায় বসিতে যায়—বিকাশ বাধা দেয়)

বিকাশ । হাঁ—হাঁ—কি করছেন ? ঐ কাদামাখা কাপড় নিয়ে বসলে যে আপনার ছাপ ওতে কায়েমী হ'য়ে বসবে । তার চেয়ে ঐ— (একখানি চেয়ার টানিয়া আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া) নিন বসুন ! (লীলা উপবেশন করে)

লীলা । আপনি একপক্ষে ভালই করেছেন ।

বিকাশ । ওরকম অবস্থায়—

লীলা । ঐ পাঁকে ডুবে না মরার লজ্জা আমার সইত না । আমি কি জানি এত কম জল ঐ খালে । কর্পোরেশন খালগুলো কাটাতেও পারে না ?

বিকাশ । তা হলে আপনার মত খেয়ালী মেয়েদের মরণ অভিনয়ের একটি রঙ্গমঞ্চ হয় । আপনার ডবল জরিমানা হওয়া উচিত ।

লীলা । কেন ?

বিকাশ । সব কিছুতেই চাপা পড়লে খেসারত পায়—কিন্তু, গরুর গাড়ী চাপা পড়লে উল্টে খেসারত দিতে হয় । সে অপাংক্তেয় ।

লীলা । আপনি যখন আশ্রয় দিতে নারাজ তখন ঐ পাংক্তেয় হ'বারই অবসর খোজা যাক ।

বিকাশ। অর্থাৎ গঙ্গায় ডুবে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে চান ? কিন্তু, স্মরণ রাখবেন আমি উকিল।

লীলা । আমার অনুমানের ঠিক কাছা কাছি গেছে। ভেবেছিলাম আপনি মোক্তার।

বিকাশ। মানে—মোক্তারদের কি সব মোটা বুদ্ধি বিবেচনা করেন ?

লীলা । হি—হি—হি !

বিকাশ। আমি উকিল। পিনাল কোড, আমার বাড়ীতে জীবন্ত বসবাস করেন। আমি আপনাকে ছেড়ে দিয়ে শেষে খুনের দায়ে পড়ি আর কি। আপনাকে বাড়ী পাঠাবার-আমার একটা কর্ত্তব্য আছে।

লীলা । সে কর্ত্তব্য আপনি পালন না করলেও পিনাল কোডের ধারায় নিশ্চয়ই পড়বেন না।

বিকাশ। মানে ? ঘোরতর আইন অমান্যের দায়ে পড়ব—

লীলা । যাক্। যখন এইখানে থাকাই স্থির হ'ল তখন গৃহস্থালীর ভার নেওয়া যাক্।

বিকাশ। সে ভার না নিলেও আপনার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হবে না। তার জন্যে অন্য লোক আছে।

লীলা । সে কে ?

বিকাশ। আমার সহচর শ্রীফকির চন্দ্র বৈরাগী।

লীলা । খাবার কি আয়োজন হয়েছে ?

বিকাশ। আপনার আগমনে ক্ষুধা তৃষ্ণার কোন সন্ধান পাচ্ছিনা।

লীলা । আমাকেই গণ্য করলেন নাকি ? যাক্—যখন এক ঘরে

ঘর ক'রতে হবে তখন জানা প্রয়োজন। আপনি কি বিধিমতে বিবাহিত ?

বিকাশ। বিধিমতে ? একেবারে বিধিসমেত অর্থাৎ ঐ পিনাল কোড উপ্‌রি।

লীলা । বাঁচালেন।

বিকাশ। কিন্তু, রোগ যে ক্রমশ:ই জটীল হ'যে পড়ছে।

লীলা । ভেবেছিলাম এরকম অবস্থায় একটা কমিডি না হ'যে বসে।

বিকাশ। বিবাহ ? আপনাকে অর্থাৎ ঐ জীবন্ত আত্মহত্যাকে ? বাপ্‌।

লীলা । আপাতত একটু গরম চা পেলে—

বিকাশ। তৎপূর্ব্বে পরিচ্ছন্নতার প্রযোজন বিবেচনা করি। কারণ, এই রাত্রিতে নিজের স্ত্রীর অবর্ত্তমানে অপর নারীর সঙ্গে এই রকম সিক্ত কর্দ্দমাক্ত অবস্থায় যাপন—কোন মতেই সমীচিন বলে বিবেচনা ক'রতে পারছিনা।—তাতে অপর লোকে—

লীলা । তৃতীয় পুরুষ—

বিকাশ। হাঁ, থার্ড পার্স'ন অনেক কিছু ভাবতে পারে।

লীলা । এই ধরুন কুন্তী—পহেলা নম্বর।

বিকাশ। [বিস্ময়ে] আমি বুঝতে পারছিনা—এসব অভিনয় কিম্বা আপনি—আপনি—

লীলা । একটি প্রকাণ্ড গাধা।

বিকাশ। না-ন্না ঠিক তা নয়। অর্থাৎ সংসারের জটীলতায় অনভিজ্ঞ। এতে কত রকম হ'তে পারে। এই ধরুন আপনার কুলবধূ—

লীলা । সেত বহুরা-আই দিন—গঙ্গায় উৎসর্গ ক'রেছি।

বিকাশ। আপনি ক'রেছেন বলেইত আর আমি ক'রতে পারিনি।
তারওপর—এর ওপর আমার ভালমন্দ—

লীলা। ভবিষ্যত নির্ভর ক'রছে। কেন, ওকালতিতে কিছু হয়না বুঝি?

বিকাশ। দেশের যে দুর্দিন! জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, মড়ক লেগেই আছে, এ সময়ে লোককে শোষণ করাটা—

লীলা। উচিত বিবেচনা করেন না? তৎপরিবর্তে শ্বশুরের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স অপলাপ করা অনেক সহজ—কেমন? এ পাইও

[illegible]

(এমন সময় ফকিরচন্দ্র চায়ের সরঞ্জাম লইয়া আপন মনে ঘরে ঢুকে। হঠাৎ তাহার কি হয়—হাত হইতে ট্রে ইত্যাদি স্খলিত হয়, কোনরূপে দরজা ধরিয়া সে আপনাকে সামলাইতে থাকে—লীলা হো-হো শব্দে হাসিয়া উঠে।

লীলা। কি হ'ল ফকির বৈরাগী? বোষ্টমীর কথা মনে পড়ল?

ফকির। [কপালের স্বেদবিন্দু মুছিতে মুছিতে] এজ্ঞে—এই—না—
এজ্ঞে ধরেন তিনি দশ বৎসর হ'ল দেহ রক্ষা করিয়েছেন। তা—

লীলা। আমাকে দেখেই কি ভাবান্তর?

ফকির। না—হ্যাঁ—তা—

লীলা। চাক ফেললে। এক কাপ চায়ের যে অত্যন্ত প্রয়োজন অচিরে? আমি যাব?

(ফকির মরিয়া হইয়া দরজা আগুলিয়া দাঁড়ায়)

ফকির। না না, আ-আ-আমি—হাঁ, আমিই আনতেছি।

লীলা। কেন, ভেতরে কি গিন্নীমা আছেন?

ফকির। তিনি হাওয়া খাতি মধুপুরে গেছেন।

লীলা। তবে অত ভয় কিসের?

লীলা। তেনারে বিশ্বাস নাই—কখন যে তিনি আসবেন তার ঠিক্‌না নাই।

লীলা। আচ্ছা, সম্প্রতি চায়ের জল বসিয়ে, তোমার ছোট গিন্নীমার একখানা শাড়ী আন। হাঁ, আর ঐ সঙ্গে কলঘরটা দেখিয়ে দাও—আর শোন, একটা ব্লাউজ আর সায়াও।

(ফকির নিরুপায় হইয়া বিকাশের দিকে চাহে)

বিকাশ। কাপড় জামা—সেত—

লীলা। দিতে ভয় হচ্ছে?

বিকাশ। না-না ভয় নয়। তবে-হাঁ-ভ-ব—

[বাম দিকে প্রস্থান)

লীলা। ফকির, তোমার বড় গিন্নীমা খুব রাগী—না?

ফকির। অলম্ভ উনুন! এজ্ঞে, যদি কিছু মনে না করেন—একটা কথা বলি।

লীলা। বল।

ফকির। একটা ভাল চাকুরী সন্ধানে আছে? ধরেন—গেরস্থালীর সব রকম কাজ—

লীলা। ভরসা নেই, তাই আগে থেকেই জোগার ক'রে রাখছ বুঝি ?

ফকির। হে-হে-দিদিমণি হাত গুণতি পারেন। তিনি ফিরলি চাকুরী থাকা কঠিন।

লীলা। বিশেষ ক'রে বাবুর এই কীর্ত্তির পর ?

ফকির। হে-হে-হে! ওই বাবু আসছেন—আমি যাই। (প্রস্থান)

(বিকাশের প্রবেশ)

বিকাশ। সমস্ত আলমারিতে চাবী দেওয়া। একটা সুটকেশে এইগুলো পেলাম। এই নিন। (ব্লাউজ, সায়া ও শাড়ী চেয়ারের উপর রাখিল) ঐ যে ডাইনে দরজা—ঢুকেই বাঁহাতে কলঘর।

(লীলার প্রস্থান)

হায়রে! ভর সন্ধ্যাবেলা ভাল এক আপদের পাল্লায় পড়লাম ত ? সকালে কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম! হ্যাঁ, ঐ বেটা ফকরের। দেব বেটাকে দু'ঘা বসিয়ে ? দিলেও যে আপদ নামবে বলে ত মনে হয় না। তাড়াই বা কি ক'রে ? বসে গঙ্গায় ডুববে। যে দস্যি মেয়ে ডুবতে ও পারে—

(ধীরে ধীরে দরজা ঠেলিয়া উঁকি মারে ফকির, এদিকে ওদিকে চাহিয়া সন্তর্পণে ঢুকে)

ফকির। তিনি ঘুমিয়েছেন বুঝি ?

বিকাশ। কে ?

ফকির। আমার দিদিমণি।

বিকাশ। তোমার চোদ্দপুরুষের দিদিমণিরে বেটার ছেলে!

ফকির। (স্বঃ) তবে কি ভুল করলাম? বাবুকি তবে বিয়ে করি আন্‌লো? (প্র) হে-হে গিন্নীমা—

বিকাশ। ওরে বেটা! গিন্নীমা আবার কে?

(ফকির ধাঁধায় পড়ে)

ফকির। (স্ব) দিদিমণিও না—গিন্নীমাও না—তবে? (প্র) হে-হে-হে—দিদিমা! আমার চন্দন নগরের দিদিমা!

বিকাশ। বেটার ছেলে ক্ষেপে উঠল নাকি? যা নয় তাই বলতে আরম্ভ ক'রেছে। ওরে বেটা! আমার দিদিমা তরুণী রূপসী-যুবতী? বেটা তামাসা ক'রতে এসেছ?

ফকির। হে-হে-হে! চায়ের জল হ'য়ে গেছেন—লুচির ময়দা মেখেছি—তা বামুন বৌ এই ভরসন্ধ্যা বেলা শুয়ে পড়লেন? ভেবেছেন কি? মাহিনা লেবেন ··আর ঘুমুবেন? এ তেমন বাড়ীতি পড়নি—হাড় মাস সব কাল করি ছাড়ব। আমার নাম ফকির বৈরাগী!

বিকাশ। সাবাস্ ফক্‌রে! (স্বঃ) কথাটা বলেছে বড় মন্দ নয়। বামুন বৌ বলে চালিয়ে দিলে হয়। চিঠি লেখা, অনাথা বিধবা তিনকুলে কেউ নেই—অনাহারের জ্বালায় আত্মহত্যা ক'রছিল—ওর জীবে দয়া হেতু তাকে একটা চাকরী দিয়ে রাখা গেছে। ফিকটা মন্দ নয়। কিন্তু, তরুণী, রূপসী-যুবতী যে! আর—আর···ওই দন্তিনীকি—

(নেপথ্যে লীলার কণ্ঠে "কুহু ! কুহু !" শব্দ উঠিল)

ফকির। বাঁশী বেজেছেন। (দ্রুত প্রস্থানোদ্যত)

বিকাশ। (হাসিয়া) ময়দা যে শুকিয়ে যাবে ফক্‌রে ?

ফকির। লুচি-সুচি আমি ভেজে নেব'খন। দেখি—চায়ের জল হ'য়ে গেল বুঝি। মেম সাহেব কুহু ক'রেছেন। (প্রস্থান)

বিকাশ। হা-হা-হা। বামুনবৌ একেবারে মেমসাহেব !

(সদ্যস্নাতা লীলা আলুলায়িত কেশে—নব পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল)

লীলা। এক কাপ চা পেলে বেশ হ'ত।

বিকাশ। ফক্‌রে সেই যে গেল—দেখি—

লীলা। সে আমি দেখছি—তুমি বরং ঐ কুস্তীগীরের পোষাকটা বদলে একটু ভদ্রলোক হও।

বিকাশ। তুমি ? এ-এরকম ক'রলে চাকর বাকর কি ভেবে বসে থাকবে বলুন ত ? একটা বিবেচনা ক'রে—

লীলা। আমি বিবেচনা ক'রে আজ পর্য্যন্ত কোন কাজই করিনি।

বিকাশ। তাই ত এই—এই রকম—

লীলা। আস্ত বোম্বেটে হ'য়ে উঠেছি কেমন ?

বিকাশ। ঠিক—ঠিক—তা নয়। তবে অনেকটা এই ধরুন—ঘরবাড়ী ছেড়ে এই যে এই রকম adventure প্রবৃত্তি এত একটা নিছক প্রবৃত্তি বইত নয়। এ সব থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখে—

লীলা। কিন্তু, তোমার মত ভীতু লেকেলে মার্কা হিরোর আমি কোন বইতে সন্ধান পাইনি। তুমি হচ্ছ একেবারে অভিনব— ইংরাজীতে যাকে বলে original. আচ্ছা, তুমি যাও। আমি ততক্ষণ এই অর্গানে বসে—(অর্গানের সম্মুখে বসিল)

বিকাশ। গান গাইবেন? না না, এটা ভদ্রপল্লী—পাড়াপ্রতিবেশী—

লীলা। পাড়াপ্রতিবেশী আর কোন্ পাড়াতে না থাকে?

বিকাশ। কিন্তু, তাই বলে গলা ছেড়ে গান গাওয়া—

(লীলা অর্গানে সুর দিয়া গান ধরে। বিকাশ ঘরময় উন্মত্তবৎ চুল ছিঁড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিতে থাকে)

গীত

পিরীতি নামের এ তিন আখর কে ভুবনে আনিল নাগর।
পীরিতি শুনিতে ভাল প্রাণ, পিরীতি করিতে গেল
(সখাহে) প্রাণ জর জর্ আঁটিতে আগর॥

(দেখা যায় বিকাশ জানালা বন্ধ করিতে ব্যস্ত
—পরে ফিরিয়া আইসে লীলার সম্মুখে।)

বিকাশ। আপনি ভেবেছেন কি? এই রকম ক'রে এই অশ্লীল গান আমার বাড়ীতে বসে অর্থাৎ এই ভদ্রপল্লীতে আপনি গাইবেন? জানেন আমার স্ত্রী এখানে নেই, তার ওপর আপনি পরনারী। এই রাত্রে—এই রকম গান—এতে লোকে—

গীত

লীলা।

লোকের কথায়　　কিবা আসে যায়
কুলোকে অনেক কয়।
সেই সে পিরীতি　　যে জানে গো রীতি
চোর হ'য়ে চোর নয়।

(বাহিরে পদ শব্দ শ্রুত হয়)

বিকাশ। চুপ হুঁসিয়ার! বাহিরে পদশব্দ…ঐ—ঐ—ঐ বুঝি—

গীত

লীলা।

লীলাবতী কহে শুনগো কানুর সাঙাত
কুলশীল ভয়　　তিন রহিতে নয়
প্রেম যে সবার উপর॥

(দ্বারে করাঘাত শব্দ শ্রুত হয়। বিকাশ ছুটিয়া যাইয়া এক হাতে ধরে তার মুখ—অপর হাতে অর্গানে তাহার হাত চাপিয়া ধরে)

লীলা। (উঠিয়া) অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্। হায়-হায়-হায়! আমার এমন পিরীতি সুধাভাণ্ড একেবারে ঝিলিটারী রাইবেশে নাচে দিলে গুঁড়ো ক'রে?

(বাহিরে পদশব্দ)

বিকাশ। চুপ! ঐ-ঐ-ঐ......

(সেই মুহূর্ত্তে ফকির হাতে ট্রে লইয়া ঢুকে)

লীলা। (হাসিয়া) ও যে ফকির।

বিকাশ। ফক্‌রে! ফক্‌রে!

(ফকির ধীর শান্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকে)

বেটা ফক্‌রে! কাঠের পুতুলের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ওরে বেটা ফক্‌রে—এল যে!

ফকির। হে-হে আমার ভয় নেই বাবু। দিদিমণি বলেছেন আমারে একটা চাকুরী দেবেন।

বিকাশ। ওরে বে-টা চাকুরী তো দিদিমণি তোমারে দেবেন—আমি যে এদিকে যাই।

লীলা। ফকিরের চার নম্বর প্রস্তাব—বামুন বৌ বলে চালিয়ে দিলে মন্দ কি!

বিকাশ। হ'লে মন্দাগুলো শুকুত না। কিন্তু, তিনি যে তরুণী-রূপসী—

লীলা। হি-হি-হি!

বিকাশ। হাস্‌ছেন? আমার জীবন মরণ সমস্যা সম্মুখে—আর আপনি হাসছেন? আপনার পায়ে পড়ি একটু ও ঘরে যান—

লীলা। তার চেয়ে—

বিকাশ। তার চেয়ে আমি আপনাকে বিয়ে করতেও রাজী!

লীলা। বাপ্‌, রক্ষে। আপনার মত অভিনয়-চরিত্রকে বিয়ে করা

আর মুখে সাউণ্ড বন্ধ বসান সমান। একখানা বই পেলে...
এই যে—

(টেবিল হইতে একখানা বই লইয়া যাইতে যাইতে)
দরজায় দাঁড়াইয়া ··বিকাশের দিকে চাহিয়া
হাসিয়া উঠিল। বিকাশ চক্ষু পাকাইয়া
চাহিতেই সে পলায়ন করে)

বিকাশ। আ-আ-আমি ঐ কল ঘরে। বাবা ফক্‌রে! নগদ দশটি টাকা তোমার বোষ্টমীর মানত রইল। দেখ', যেন সব গব্‌লেট ক'রোনা।

ফকির। আমার কাছে গব্‌লেট পাবেন না। এই সেবার—

বিকাশ। ক্ষ্যামা দেও বাবা। তোমার ও অস্তি গোদাবরী তীরে অন্য সময়ে খোস্ মেজাজে শোনা যাবে। আমি বাড়ী নেই কিন্তু বাপ্‌ধন ফক্‌রে! কখন আসব কেউ জানেনা।

(প্রস্থানোদ্যত)

ফকির। বাবু কাপড়—

বিকাশ। কাপড়ে আর কাজ নেই ফকির চাঁদ, এর পরের অবস্থা যে কৌপীন।

(প্রস্থান)

(ফকির দরজা খুলিতে প্রবেশ করে ভব ভোলা ভোম্বলবাবু—
একমুখ দাড়ী, নাকে চশমা, বগলে আনন্দবাজার,
পায়ে তাল পাতার চটি)

ভোম্বল। নমস্কার! ম'শয় কখন ফেরা হ'ল? বাড়ীর সব ভালত?

ফকির। এজ্ঞে।

ভোম্বল। বাড়ীর ভেতর সব ফিরেছেন?

ফকির। না আজই—

ভোম্বল। আজ আর আসবার গাড়ী নেইত ম'শয়। ৩৫ বৎসর রেলওয়ে সার্ভিস—ব্রাড্‌স আমার নখ দর্পণে। এই ধরুন সকাল বেলা—আচ্ছা, চলুন ঐখানে বসা যাক। বাতের বেদনাটা আজ আবার—(ধীরে ধীরে উপবেশন) সেবার মদন মোহন তলায় ভাগবত শুনতে গিয়ে—ওকি! ম'শয় দাঁড়িয়ে রইলেন যে? অপরাধ—

ফকির। (স্ব) টের পেয়েছেন নাকি? (প্র) এজ্ঞে—তিনিত বাড়ী নেই।

ভোম্বল। কার কথা বলছেন?

ফকির। বাবু।

ভোম্বল। কোন বাবু?

ফকির। এজ্ঞে কর্ত্তা বাবু—

ভোম্বল। যত দূর স্মরণ হয়—তিনিত গত হ'য়েছেন।

ফকির। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তিনি গত হ'তি যাবেন ক্যান্? জলজ্যান্ত ঐ হোথা—

ভোম্বল। কোথা?

ফকির। (জিভ কাটিয়া) ইস্ না না, সে উনি নন তিনি।

ভোম্বল। তাঁর কথাই ত হচ্ছে।

ফকির। কার?

ভোম্বল। ঐ বিনয় বাবুর।

ফকির। বিনয় বাবু তো এ বাড়ীতে থাকেন না।

ভোম্বল। তবে ?

ফকির। বিকাশ বাবু।

ভোম্বল। হা-হা-হা ! ঐ হ'ল। সীতেশ বাবু, বসুন।

ফকির। আমি-আমি—

ভোম্বল। সুরেশ বাবু।

ফকির। এজ্ঞে ফকির চন্দ্র—

ভোম্বল। হা-হা হা ! ফটিক বাবু। ঐ সেবার মেনেন জাইটিস হবার পর থেকে কি রকম সব ভুল হ'য়ে যায়। ওঁরা সব আজ এসেছেন বুঝি ?

ফকির। কৈ কেউ—আপনার ভুল হ'য়েছে বোধ হয়।

ভোম্বল। তা হ'তে পারে। চশমা জোরাটা নূতন বদলালাম—খুব ফিট করেনি। তারা বলে দু'চারদিন ব্যবহার ক'রলে ঠিক হ'য়ে যাবে। আমিত বুঝিনে কি ক'রে কি হবে। পথ দিয়ে যেতে জানালায় দেখি...হা-হা-হা—আপনি।

ফকির। আমি ?

ভোম্বল। আচ্ছা, আপনার জানা কোন চশমাওয়ালা আছে ? এ লোকটা কোন কাজের নয়। একবার দিলেত তাতে বেশী দেখতে লাগলাম—আবার যদি বদলে দিলেত কম দেখছি। ঠিক লাগাতে পারছেনা। ঐ ভারী ব্যামোটার পর বোধ হয়—হা-হা-হা—কানেও একটু কম শুনছি। সময়ে পিন পড়লে ভাল শুনতে পাই—আবার-হা-হা-হা—কিছুই শুনিনে। মনে হচ্ছে এই একটু আগে গানও শুনেছি।

ফকির। গান ? কৈ গান—বোধ হয় আপনার ভুল হ'য়েছে।

ভোম্বল। তা হ'তে পারে। কি বললেন—ময়না এমন গায় ? কালে কালে হ'ল কি'? আমার নাতি সেদিন ছবি দেখে এসে বললে, কুকুর চেয়ারে বসে টেলিফোন ক'রছে। হা-হা-হা ! বেঁচে থাকলে কতই শুনতে হয়। কি বল্লেন—ময়না হারমনি বাজাচ্ছে ? তা গান কিন্তু—বেশগায়।

ফকির। হে, হে, বল্লেই গান। কিন্তু, হরমনি সব সময় বাজান না।

ভোম্বল। অবলা জাত। গান শিখেছে এই কত (মুখে পাখী পড়াইবার শব্দ করেন)

ফকির। [শব্দ করিয়া] মা ময়না ! পড় মা—পড় !

লীলা। [নেপথ্যে] কুহু !

ভোম্বল। ময়না কোকিল ডাকে ? হা-হা-হা !

ফকির। (শব্দ করিয়া) একবার গান শুনিয়ে দেও মা ময়না !

(নেপথ্যে লীলা গাহিয়া উঠে)

গীত

কুহু কুহু কোকিল ডাকে কাক ডাকে কা।
হাবু ডুবু খাচ্ছে প্রেমে হুতোম পেঁচার মা॥

ভোম্বল। বেশ ময়না—হরবোলা। কত দাম নিয়েছিল ভিখিরী বাবু ?

ফকির। দেখুন আমি ফকির।

ভোম্বল। ঐ হ'ল—ধুনো বুঝি ?

ফকির। উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন। ভারী বুদ্ধিমতি !

ভোম্বল। তবে চল্লাম লাহিড়ী বাবু।

ফকির। তোমার পিতীবাবু!

ভোম্বল। তা হ'লে চল্লাম।

ফকির। কি বলব?

ভোম্বল। ঐ বলবেন—ভৈরব বাবু, না না-ভোলানাথ, না-না-ভা-ভা—ভো-ভো ভূ-ভূ-ভুলে গেছি। চল্লাম।

(ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন—অপর দিক হইতে বিকাশের প্রবেশ)

বিকাশ। বুড়োটা কে এসেছিল ফক্রে?

ফকির। বড় ভ্যান্ ভ্যানে—

বিকাশ। কি নাম বললে?

ফকির। ভূ-ভূ-ভুলে গেছি বাবু।

(সহসা দরজা ঠেলিয়া পুনরায় প্রবেশ করে ভোম্বল বাবু। বিকাশ পলাইবার অবকাশ না পাইয়া সোফার পশ্চাতে বসিয়া পড়িল।)

ভোম্বল। মনে পড়েছে—মনে পড়েছে। ভূ-ভূ-ভূদেব, না না—ভূষণ, না না—আবার ভূ-ভূ-ভুলে গেছি। আচ্ছা, খানিক বাদে লিখে দিয়ে যাচ্ছি। ঐ চেয়ারের পাশে একটা মস্ত কুকুর না?

ফকির। ভুলডগ

ভোম্বল। না-না-না—ওজাতের কুকুউ ব্লাড হাউণ্ড।

(বিকাশ নিরুপায়ে কুকুর ডাকিতে থাকে) ডাকেই বুঝতে পেরেছি—ও ভারী ভীষণ!

ফকির। বিশেষ ক'রে ঐ দাড়ী তিনি মোটেই দেখ্তে পারেন না।

ভোম্বল। এঁ্যা! ত বেত এ বাড়ীতে দাড়ী রক্ষা করা কঠিন।

ফকির। ভারী কঠিন—একবার দাড়ী দেখ্লি হয়।

ভোম্বল। ত-তবে আমি চল্লাম। (দ্রুত প্রস্থান)

(ফকির দরজা বন্ধ করিয়া হাসিয়া ঘর মাতাইয়া তুলে)

বিকাশ। হা-হা-হা! কি মনে হয়, বুড়ো কি আবার আসবে নাম বলতে?

ফকির। ঐ দাড়ী—হা- হা- হা!

বিকাশ। আরও না জানি কি আছে ভাগ্যে। কুকুরে সুরু—শেষে না ইঁদুর নাচে শেষ হয়।

(নেপথ্যে)

লীলা। কুহু! কুহু! আসতে পারি? লাইন ক্লিয়ার? (প্রবেশ)

বিকাশ। সত্যি বলছি আপনার জন্যে আমার বড্ড ভয় হ'য়েছিল। গঙ্গার অভাবে না গলায় ফাঁস দেন।

লীলা। হি- হি- হি-!

বিকাশ। (স্ব) কোথাকার নির্লজ্জা পাগলা! ঐ পিসে পিসির নিকুচি ক'রেছে! কেন, সঙ্গে নিয়ে গেলে কি ক্ষতিটা হ'ত?

লীলা। মনে মনে খুব গাল দিচ্ছেন? হি-হি হি!

বিকাশ। (ভ্যাঙচাইয়া) হি-হি-হি! আপনিইত সব অনর্থের মূল।

লীলা। আমি না তুমি!

বিকাশ। আমি কি তোমার ঘাড়ে চাপতে গিয়েছিলাম না কি?

লীলা। অবজ্ঞায়—তুমি।

বিকাশ। অর্থাৎ না—না—না, আপনার-আপনার।

লীলা। কি অনতিথেয় লোক আপনি! এতটুকু আশ্রয় দিতে হ'য়েছে ত একশ বার কেবল—যাও-যাও-যাও। [ক্রন্দনোচ্ছ্বাস] কেন? সমস্ত জগতের বুকে আশ্রয় হারালেও মা গঙ্গাত তাঁর বুক থেকে ঝেরে ফেল্‌তে পারবেন না। উঃ!

বিকাশ। আরে! কাঁদছেন নাকি? সর্ব্বনাশ! কিন্তু, আমার অবস্থাটা ঠিক আপনি—

[সহসা দ্বারে প্রবলভাবে করাঘাত শব্দ হইতে লাগিল]

ফকিরে! ঐ যে আবার। এ যে ঘনঘন—জরুরী না হ'য়ে যায় না, দয়া ক'রে আর একবারটি।

লীলা। এবার কি? বেড়াল? মেউ মেউ?

বিকাশ। আপনার যা খুসী। দয়া ক'রে—

লীলা। ঐ ঘনঘন—আর পারিনে বাবা।

[প্রস্থান]

বিকাশ। ফকিরে! মানতের সংখ্যা আর পাঁচ বাড়ল বাবা। দেখ—

[প্রস্থান]

ফকির। দিদি মণির পতি পুত্রে স্বর্গ লাভ হ'ক! এস বাবা ঘন ঘন

(দরজা খুলিতে প্রবেশ করে·টেলিগ্রাফ পিওন)

পিওন। টেলিগ্রাম।

ফকির। স্ব] হায় বোষ্টমী! তোমার মহোৎসবটা মহাসমারোহে হ'তে দিলেনা দেখছি। [প্র] বাবু! বাবু!

(বিকাশ শুষ্ক মুখে প্রবেশ করিয়া—টেলিগ্রাম সই করিয়া লইল। পিওনের প্রস্থান। তৎপরে টেলিগ্রাম ছিঁড়িয়া পড়িয়া হতাশায় একখানি সোফায় বসিয়া পড়িল)

বিকাশ। কাল সকালে ষ্টেশনে ছটায় হাজির হবার আদেশ হ'য়েছে। কি হবে ফকির?

ফকির। একটা মতলব মাথায় অ্যাল।

বিকাশ। কি—কি?

ফকির। ওনারে একটু শিক্ষা দিলি হয়—এই উত্তম মধ্যম—

বিকাশ। মেয়ে মানুষের গায়ে হাত?

ফকির [জিভ কাটিয়া] হাত লয়—হাত লয়। ঐ চন্দন নগরে, ওনারে বামুন ঠাকুরুণ ক'রে থুয়ে অ্যালি মন্দ হয় কি?

বিকাশ। Bravo! ফকির, আমি যেন সেদিন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি—যেদিন তুমি কাউন্সিলার হবার জন্য ভোট ভোট ক'রে সারা বাংলা চ'ষে বেড়াচ্ছ। কটা বাজলো? [ঘড়ি দেখিয়া) ৮৷৷৹ টা! উত্তম! ডাক রথ, সাজাও বাহিনী। এই মুহূর্ত্ত থেকে আমার নব অভিযান সুরু হ'ক! লীলা!

[লীলার প্রবেশ]

আমরা Camp অর্থাৎ তাঁবু তুলছি আপাততঃ চন্দন নগর অভিমুখে! ফকির তুমি যাও, আমার সুটকেসে শাড়ী ব্লাউজ ইত্যাদি সামরিক সজ্জা ভর্ত্তী ক'রে দেও। যাও।

[ফকিরের প্রস্থান]

লীলা। চন্দন নগর? The hell's paradise?

বিকাশ। Paradise! Paradise Lost! আমার বহুকাল বিস্মৃত মামা বাড়ী।

লীলা। আমি প্রস্তুত—শুধু পায়ে স্যাণ্ডেলটা দিলেই—

বিকাশ। পায়ে নয়, পায়ে নয়, স্যাণ্ডেলটা যদি মাথায় পারেন দিন। Sorry, I mean মানে স্যাণ্ডেল অর্থে চন্দন বলছি। নিতান্ত সেকেলে—একেবারে মহাভারতের যুগের দিদিমা। পায়ে স্যাণ্ডেল দেওয়া তিনি কোন মতেই সইতে পারবেন না।

লীলা। তবে পায় আলতা, মাথায় সিঁদুর দিতে চল্লাম। হি-হি-হি!

(প্রস্থানোদ্যতা)

বিকাশ। হি—হি—হি—কি হাসি যে হাসেন! আরে শুনছেন... মানে—

লীলা। হি—হি—হি।...

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(চন্দন নগরের পথে। গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে মোটরের এঞ্জিন বিকল হওয়ায়, উভয়েই পথে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। রাত্রি প্রায় ১১টা।)

[মুস্কিল আসান গাহিয়া প্রবেশ করে]

গীত

মুস্কিল আসান করি—ওগো, করি বিপদ দূর।
আমার চেরাগ বাতির আলোয় আমি, আলি অন্ধপুর।
না পাওয়া ধন মিলাই সবে পীরের দোওয়ায়।
পেত্নো পেত্নী ছাড়াই এই বাতির ধোঁয়ায়।
পীরের দরগায় মানত করি, ভাই তোল রে জয়তুর॥

বিকাশ। বাবা মুস্কিল আসান—একটু আসান করে দেও। ফেরবার পথে স'পাঁচ টাকার মানত রইল বাবা। [মুদ্রা প্রদান]

মুস্কিল। মুস্কিল আসান করি—ওগো, করি বিপদ দূর।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান]

বিকাশ। কি হে, হ'ল ?

ড্রাইভার। (দেশখো) আরে—আর একটু।

বিকাশ। একটু একটু ক'রে ত একঘণ্টা কাটিয়ে দিলে। যদি না হয়ত বল—আমরা অন্ত গাড়ীর চেষ্টা দেখি।

ড্রাইভার। এত রাত্রে গাড়ীই বা কোথায় পাচ্ছেন? এ রাস্তায় যত গাড়ী যাতায়াত করে সবই প্যাসেঞ্জার নিয়ে। খালি গাড়ী পাওয়া মুস্কিল।

বিকাশ। (অসহ্য জ্বালায়) অপয়া! অপয়া! অপয়া!

লীলা। কে? গাড়ী না তুমি?

বিকাশ। ঐ গাড়ী, তুমি, ফক্‌রে—ড্রাইভার—

লীলা। কেবল তুমি যা সুপয়া।

বিকাশ। হাতে হাতে প্রমাণ। কুক্ষণে ইডেন গার্ডেনে তোমার মুখ দেখি, সেই থেকে দুর্ভোগের সুরু।

লীলা। এ তোমার গাজোয়ারি কথা।

বিকাশ। গাজোয়ারি?

লীলা। গায়ের জোরের কথা।

বিকাশ। কি করি এখন? এই রাত্রে তোমাকে সেখানে পাচার ক'রতেই হবে—আর আমাকেও সকালে ষ্টেশনে হাজির হ'তেই হবে। নইলে—

লীলা। নইলে স্ত্রীধন উভয়েই মাঠে মারা যেতে বসেছে—কেমন? হি—হি—হি!

বিকাশ। কি হাসি যে হাস দেখলে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। পথে নারী—

লীলা। বিসর্জ্জন দেও।

বিকাশ। সাধে কি শাস্ত্রে বলেছে—নারী সঙ্গে ভ্রমণ নিষেধ! তারাই মানুষের অশেষ দুঃখের কারণ হয়। পথে নারী বিবর্জ্জিতা।

লীলা। বিসর্জ্জন ক'রে যখন আসনি তখন এই পথে ঢাকি শুদ্ধ বিসর্জ্জন দিয়ে বিবর্জ্জিত হ'য়ে চলে যাও।

বিকাশ। আর তুমি ?

লীলা। সম্মুখেই পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে কুলু কুলু নাদিনী হ'য়ে বয়ে যাচ্ছেন।

বিকাশ। Oh Shut up ! এই ঘোর অমাবস্যা রাত্রে, বিভুঁয়ে গাড়ী অচল হ'য়ে আর কবিতা ভাল লাগে না। সেই গঙ্গা যাত্রার পথে অন্তরায় হ'য়েই ত এই বিপদের ওপর বিপদ।

লীলা। হি—হি—এও নয় ওও নয়—তবে ?

বিকাশ। আবার হি হি ! মানুষের এই দুঃসময়ে আপনার হাসি পায় ? ঘর জলছে আর আপনি হাসছেন ?

লীলা। ক্রোধে সম্মান বুঝি ?

বিকাশ। অর্থাৎ ?

লীলা। আপনি।

বিকাশ। ও ! আ—আপনি তুমি—একটি ফিমেল "নিরো।"

লীলা। কেন ?

বিকাশ। এই দারুণ দুশ্চিন্তার ভার মাথায় ক'রে তুমি দিব্য হাসছ ?

লীলা। আমি নারী লতার জাত—আমার আশ্রয় বট বৃক্ষ।

বিকাশ। (অসহ্য জ্বালায়) কিন্তু, সেই বট বৃক্ষটিই যে এখন টল্‌টলায়মান !

লীলা। সে ভাবনা লতার নয়—সেই বটবৃক্ষের।

বিকাশ। আগাগোড়াই যে একটা ভুলের ওপর জিনিষটা চলেছে। উড়ে এসে জড়িয়ে ধরলে লতা বটবৃক্ষকে। লতা চেনে

না সে বটবৃক্ষ, কে—জানে না তার রীতি। আর বট-বৃক্ষও সেই নতুন আবেষ্টনে স্বতঃই সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ছে।

লীলা। লতা জানে, যতই না সে সঙ্কুচিত হ'ক তাকে ফেলবার ধর্ম্ম তার নয়।

বিকাশ। আমি আপনাকে ফেলতে পারব না—কেমন?

লীলা। সঙ্কোচে সম্মান।

বিকাশ। কিন্তু, এটা ভেবেছ কি যে আমি তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই সুযোগে হয়ত—

লীলা- জানি তুমি কিছু ক'রতে পার না। ঐ যে বলেছি—তুমি যে কেতাবের নায়ক—সে একেবারে অচল। কিছু করবার শক্তি যদি তোমার থাকত তা হ'লে তুমি হ'তে লোমহর্ষণ কাহিনীর নায়ক—আর আমি হ'তাম তার নায়িকা। হাজার হাজার লোক এক নিঃশ্বাসে পড়ত, আর হ'ত রোমাঞ্চিত—শিহরিত—কম্পিত।

বিকাশ। এমনি ভুল পথে আপনার মনোবৃত্তি কাজ করে যে বিপদের গুরুত্ব মোটেই উপলব্ধি করেনা। কত বড় বিপদ—

লীলা। হি- হি- হি!

বিকাশ। আবার!

লীলা। আচ্ছা—কি মজার।

বিকাশ। মজা! মানুষের দশ অবস্থায় অর্থাৎ এই শেষ অবস্থায় মজা কোথায়?

লীলা। কিন্তু, মনীষিরা বলেন—রসিক লোকেরা অপরের দুঃখ দৈন্যে আপনার হাসির খোরাক পায়।

বিকাশ। পায়!

লীলা। পারনা? এর উপমা আমরা দেখতে পাই জগৎ বিখ্যাত হাস্যরসিক চ্যাপলিনের ছবির প্রতি ছত্রে।

বিকাশ। Stop! ঐ বাজে জিনিষ সব পড়ে দেখেই ত মাথাটি খাওয়া গেছে। এখন কি করা যায়?

লীলা। কি করা যায়? তাইত কি করা যায়?

বিকাশ। কি করা যায়? সমস্যা, পহেলা নম্বর—এই অপরিচিত পথের মাঝে গাড়ী অচল—যার একদিকে সুরধনী গঙ্গা—অপর দিকে ঘোর রহস্যময়ী অন্ধকার। দোস্‌রা, দুর্যোগে পথে নারী। তেস্‌রা—আজ রাত্রিতে ওখানে পৌঁছাতে না পারলে মাল ডেলিভারী হয় না। চার নম্বর—

লীলা। হি—হি—হি! আর হিন্দী বাত জুটল না বুঝি?

বিকাশ। আবার!

লীলা। Mum.

বিকাশ। চার, সকালেই আসছেন পিনাল কোড—ষ্টেশনে হাজির না থাকলে যে কি হবে—ভাবতেই আমার হৃদকম্প হচ্ছে।

লীলা। আমি এর সমাধান ক'রে দেব?

বিকাশ। শুনি।

লীলা। আমি বলি, পহেলা নম্বরই হচ্ছে সবগুলোর সমাধান।

বিকাশ। অর্থাৎ?

লীলা মাল হয় ডেলিভারী দেওয়া গঙ্গায়—নয় ঘোর রহস্যময়ী অন্ধকারে (?) ঢেকে এই গাড়ীতে রাত্রি কাটান—যতক্ষণ না অচল গাড়ী সচল হয় কিম্বা দ্বিতীয় গাড়ী না এসে পৌঁছায়।

বিকাশ। মাল জলে দেয়না—দেয় শুদোষে ভেলিভারী অতএব অচল। এই গাড়ীতে রাত্রি কাটান মানে কাল—চুঁচড়ো কোর্টে নারী হরণের দায়ে সোপর্দ্দ হওয়া—আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ বাজার কাগজে তিন ইঞ্চি টাইপে হেডলাইন।

লীলা। আমরা তা জানতে দেব কেন?

বিকাশ। তবে কি ক'রব?

লীলা। আমরা যেন স্বামী স্ত্রী, গাড়ী ভেঙে পথে বাস ক'রছি।

[নেপথ্যে হর্ণের শব্দ]

বিকাশ। একমিনিট! ঐ যে দূরে একখানা গাড়ী আসছে। হাত দেখালে হয়ত বাঁধবে।

লীলা। কখনই না।

বিকাশ। কেন?

লীলা। ঐ কাঠ খোট্টা চেহারা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ী, তার ওপর ঘোর অন্ধকার—লোকে রাহাজানির ভয় রাখে।

বিকাশ। কিন্তু—ভদ্রলোক ত?

লীলা। তবু ও না। এর জলন্ত নিদর্শন আমরা পাই—"ইট হ্যাপেণ্ড ওয়ান নাইট" এ।

বিকাশ। ঐ নাটক ছবিই দেখছি তোমাকে খেয়েছে। ত—তবে কি সেই রকম ক'রে দাঁড়াতে চান না কি?

লীলা। আমাদের দেশে অতটা প্রয়োজন হয় না—শুধু একটু মৃদু হাসি আর ঊর্দ্ধ চাহনি—ব্যস্!

বিকাশ। [হর্ণের শব্দ] এসে পড়ল যে!

লীলা। আমি ও প্রস্তুত। নৃত্যছন্দ, তাইড উঁদর শঙ্কর।

[হেডলাইট আসিয়া তাহার মুখে পড়ে। সে নৃত্যছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে দাঁড়ায়।]

গীত

চাঁদের বুকে প্রিয়ার মিলন আজকে শুভ আশীষ ঢালো।
পূর্ণ কর পূর্ণিমাতে কিরণ ভাতি নিকষ কালো।

বিকাশ। Stop! অশ্লীল!

[নেপথ্যে শব্দ করিয়া একখানি মোটর থামিল। প্রবেশ করে বিপত্তারণ—গাঁড়াতলার সাহেবী পোষাকে। তাহার পশ্চাতে প্রবেশ করে হ্যাফ্‌প্যাণ্ট ও নাইটক্যাপ্‌ পরিহিত ক্যানভাসার ভোলা নাথ—এক-হাতে একটী এট্যাচি কেস্‌ ও অপর হাতে কতগুলি হেজলিন, ক্রীম, নস্ত প্রভৃতির স্যাম্পেল শিশি]

ভোলা— ভদ্রমহিলা—ভদ্রমহিলা—ভদ্রমহিলা।

বিপদ— না তে—না। হয়ত কোন "নগরীর নটী চলে অভিসারে"—

ভোলা— অশ্লীল! সীতাকে কলঙ্কিনী বললে জিভ খসে যাবে—খসে যাবে—খসে যাবে।

বিপদ। তোমার যেমন কথা! এমনওত হ'তে পারে, কোন রাবণ কর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা।

ভোলা। আমি জটায়ু তাকে বাধা দেব।

বিপদ। খড়্গে যখন ডানা কাটা যাবে?

ভোলা। এই খানে—এই খানে—এই খানে থাকব অনড় হ'য়ে—শ্রীরাম চন্দ্র অর্থাৎ ইনেস্‌পেক্টারকে সীতার সন্ধান দেব।

বিপদ। কম্‌-বোর্ট কর! আমি চল্লাম—তুমি থাক।

ভোলা। সীতা অপহৃতা হবে এ আমি কোন মতেই সহ্য ক'রবনা—ক'রব না—ক'রব না।

বিপদ। হায়রে! এই ভোলানাথের হাত থেকে কবে নিস্তার পাব!

(লীলা অগ্রসর হইয়া)

লীলা। মহাশয়, আমরা বড়ই বিপদগ্রস্থ। এই মধ্য পথে গাড়ীর কলিক বেদনা হওয়ায়—

ভোলা। শুনছ বিপদ? বলেছে, কলিক—কলিকে—কলিক! মোচড়ান আছে?

লীলা। ঘর ঘর পাক—বিষম।

ভোলা। জটীল—জটীল—জটীল! এখন কি ব্যবস্থা ক'রছেন?

লীলা। ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আপনার হাতে।

ভোলা। হাঁসপাতাল—হাঁসপাতাল—হাঁসপাতাল।

লীলা। হাঁসপাতালের প্রয়োজন দেখিনা। কারণ, রোগী পথ। কাজা ক'রেছে—গঙ্গাতীরে নাভিশ্বাস উপস্থিত।

(বিকাশ অগ্রসর হইয়া)

বিকাশ। মহাশয়েরা কতদূর যাবেন?

বিপদ। আপাততঃ তাঁবু পড়বে চন্দন নগর।

বিকাশ। A Coincidence!

বিপদ। সাইট এখনও ঠিক করিনি।

ভোলা। কেন? পথে, ঘাটে, বাড়ীর রকে—

বিপদ। কিম্বা এলাচীর দোকান।

ভোলা। আবার মদ! আবার মদ! আবার মদ!

বিপদ। আপনাদের বাংলো আছে ?

বিকাশ। যদি পৌঁছতে পারি—তবে।

বিপদ। অত্যুত্তম । আমি—বিশ্ব বিশ্রুত দাগ, ব্রণ, ক্ষত, হৃতশ্রী, কলঙ্ক প্রভৃতির মহৌষধ শ্রীমতি প্রলয়ঙ্করী স্নো—ক্রীম ইত্যাদির সোল এজেণ্ট—শ্রীযুক্ত বিপত্তারণ চাকী। ব্রাঞ্চ—মুসৌরী, শিলং, মাদ্রাজ, চিটাগাঙ্, পাটনা, ডেরাডুন।

ভোলা। আদি ও অকৃত্রিম সীতাক্রীম, মন্দোদরী স্নো, উর্ম্মিলা সেণ্ট—শূর্পনখা নস্ত প্রভৃতির সোল ক্যানভাসার—ঐ সহকারী রামায়নাচার্য্য শ্রী ভোলানাথ আঢ্য। সর্ব্বত্র—সর্ব্বত্র—সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য।

বিকাশ। ব্যস্! ব্যস্! ব্যস্! বিপত্তারণ ?

ভোলা। হাঁ—বিপত্তারণ—বিপত্তারণ—বিপত্তারণ।

বিকাশ। আরে কি আপদ—বিপদ যে! সেই শতকোটী পণ্ডিতের কথা মনে পড়ে ?

বিপদ। বিকাশ! কি খবর ?

বিকাশ। এই ভাই ব্রেক ডাউন সার্ভিসে পড়েছি।

ভোলা। ক্লেশ—ক্লেশ—ক্লেশ আবশ্যক।

বিপদ। The earth is too small!

ভোলা। আবার ইংরাজী—আবার ইংরাজী—আবার ইংরাজী ?

বিপদ। Shut up! তারপর—হা—হা—সঙ্গে ?

বিকাশ। হা—হা—নারী।

বিপদ। নর যখন নয়—নারীত বটেই।

ভোলা। মহিলা—মহিলা—মহিলা!

বিপদ। মহিলাটি?

বিকাশ। হা-হা-হা! মহিলাটি—হা-হা মহিলা অর্থাৎ কুমারী—

ভোলা। উহুঁ! সিঁদুর—সিঁদুর—সিঁদুর অথচ ঘোমটা নেই অতএব ভগ্নী।

বিকাশ। হা-হা-হা! ভগ্নী অর্থাৎ এক পক্ষে—ঠিক বিবেচনা কর—এই-এই বান্ধবী অর্থাৎ হা-হা আমি আদবেই ওঁকে চিনি না।

ভোলা। চিনি না? তবে যা বলেছ ভায়া—রাবণ কর্ত্তৃক সীতা—সীতা—সীতা।

বিকাশ। না না, সীতা নয়—হা-হা লীলা—উনি মিস্ লীলা। একটু অভিনয়।

বিপদ। life is a stage.

ভোলা। মিড ওয়াইফ।

লীলা। ছি ছি ছি!

ভোলা। (জিভ্ কাটিয়া) উহুঁ! মিড অর্থে মধ্যম ওয়াইফ অর্থে স্ত্রী—

বিকাশ। অর্থাৎ মধ্যম স্ত্রী।

ভোলা। উহুঁ উহুঁ উহুঁ! স্ত্রীও নয় অথচ স্ত্রী—মানে হবে—

বিপদ। Betrothed--বাগদত্তা।

বিকাশ। Exactly, হা -হা—হা [সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠে]

ভোলা। রথ—রথ—রথ প্রস্তুত দেবী। আসুন।...

(সকলে অগ্রসর হয়).

দ্বিতীয় দৃশ্য

(একটি সুসজ্জিত হলঘর। পার্শ্বে দোতালার সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছে —উপরে একটি গোল বারান্দা তৎপশ্চাতে একটি দরজা। নীচে দুই পার্শ্বে দুইটি দরজা)

(বিকাশ, লীলা ও দিদিমা দক্ষিণের দ্বার দিয়া প্রবেশ করে)

বিকাশ। বর্দ্ধমান গিয়েছিলাম—ভাবলাম এই পথ দিয়েই ত যাচ্ছি একবার আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে যাই। পথে গাড়ী বিভ্রাট—রাত্রি হ'য়ে গেল।

দিদিমা। রাতই হ'ক আর যাই-ই হ'ক, তবু যে এই গরীব দিদিমাকে মনে পড়েছে, এই যথেষ্ট। হ্যাঁরে, তা এ মেয়েটিকেত চিনতে পারছিনা? বেশ মেয়েটি—

বিকাশ। ও? ও হচ্ছে...এই... ও হ'চ্ছে—

(লীলা সহসা দিদিমার পদতলে প্রণতা হয়)

লীলা। আমি? আমি যে আপনার নাত বৌ।

বিকাশ। (চক্ষু পাকাইয়া) সর্ব্বনাশ!

লীলা। (ইঙ্গিতে) চুপ!

দিদিমা। এস—বস। (সকলে বসিলে) আজকাল কি যে তোমাদের বাবা নিয়ম হ'য়েছে—আপনি, উনি—

বিকাশ। উনি হচ্ছেন—ঠিক, উনি হচ্ছেন—

দিদিমা। উনি যে হচ্ছেন তোমার গৃহিণী সেত দেখলাম—শুনলাম। হ্যাঁরে, তুই তেমনি লাজুকটি আছিস দেখছি?

লীলা। [হাসিয়া উঠে, বিকাশ রাগান্বিত ভাবে চাহে] ওঁর আপনার কাছে ভারি লজ্জা। বলেন, বিয়ে ক'রলাম—একটা খবর পর্য্যন্ত দিইনি। উনি কি আর এখানে আসতে চান—হি—হি—হি!

বিকাশ। আবার!

লীলা। দেখুন, আপনাকে বলতে বারণ ক'রছেন। আমি বলি তাতে হ'য়েছে কি? তাড়াতাড়িতে না হয় বলতেই পারনি—তাই বলে আমার দিদিমার বাড়ীতে আসবনা? আমি বলি—এই পথ দিয়েই যদি যাচ্ছি, তখন যত রাতই হ'ক—দিদিমার পায়ের ধুলো না নিয়ে যাচ্ছি না।

বিকাশ। ভারি মিথ্যাবাদীত—আমি বারণ ক'রলাম?

লীলা। করনি? দিদিমা হচ্ছেন সেকেলে লোক—উনি বোঝেন না কি?

দিদিমা। একেলে ছেলেরা একেবারে আমাদের অচল ক'রে দিতে চায়।

বিকাশ। না না—তা ঠিক নয়। আসব-আসব করি—হা হা-হা... দিনরাত—

লীলা। হি—হি—হি—লজ্জা ওঁর অঙ্গের ভূষণ।

দিদিমা। কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রলাম জানিনে আর কি বৌ? আজ বলে নয়, বরাবরই ও বড় লাজুক।

বিকাশ। এক মিনিট নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। কেবল কেস—কেবল কেস—কেস—

লীলা। হি—হি—হি

(বিকাশ স্তব্ধ হইয়া চাহে)

দিদিমা। খুব পসার হ'য়েছে বুঝি ?

লীলা। পিনাল কোড অর্থাৎ দণ্ড বিধি নিয়ে, উনি রাত্রিদিন ব্যতিব্যস্ত —এপাশ ওপাশ করবার অবকাশ নেই।

দিদিমা। মা মঙ্গল চণ্ডী করুন—ভাল হ'ক। ও মা! কথায় কথায় একেবারে ভুলে গেছি। বুড়ো হ'লে এমনি হয় ভাই। ওরে ক্ষ্যান্তি! ক্ষ্যান্তি!

(চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে সদ্য জাগরিতা ক্ষ্যান্তি ঝির প্রবেশ]

ক্ষ্যান্তি। এই দুপুর রেতে ডাকছ কেন গা? কোথেকে সব উড়ে এসে জুড়ে বসল গা! একটু নিশ্চিন্দি হ'য়ে ঘুমোবার জোটি নেই। কেনে গা? কি হ'য়েছে?

লীলা। আহা! বেচারা ঘুম চক্ষে উঠে এসেছে।

বিকাশ। তোমার যত কাণ্ড।

[লীলা হি—হি—হি শব্দে হাসিয়া উঠে—বিকাশ চম্‌কাইয়া চক্ষু পাকাইয়া চাহে]

দিদিমা। এ কি রকম আক্কেল তোমার গা ক্ষ্যান্তি! এই দুপুর রেতে যা নয় তাই বলে বাছার আমার অকল্যাণ কর?

ক্ষ্যান্তি। ও মা! কি হবে গো! আমি আবার কখন অকল্যাণ করলাম? তুমিই বল না গা বউ ঠাকরুণ—আমার পুত ছাওয়ালের মাথা খাই—কখন কি বললাম গা?

দিদিমা। খাজ্যর খোলা আছে?

ক্যান্তি। কার মাথা খাতি এই শেষ রাত্তিরি দুকান খুলে রাখবি। ঘুম না হয় আমাদের নাই—তারা কুন আনন্দে দুকান খুলে রাখবি—কও তো বউ ঠাক্‌রুণ?

বিকাশ। না না, ও সবের কিছু প্রয়োজন নেই। সেই ষ্টেশনে সীতা ভোগ, মিহিদানা খাওয়া হ'ল?

দিদিমা। কি যে বলিস! কচি বৌ—সধবা মনিষ্যি সারারাত উপোষ ক'রে থাকতে পারে? খানকতক লুচি ভেজে ছক্কা ক'রে দি—ঘরে মিষ্টি আছে।

বিকাশ। সে বেশ হবে—বেশ হবে।

দিদিমা। চল্ চল্ ক্যান্তি—উনোন ধরিয়ে ময়দা মেখে দিবি চ'।

(উভয়ের প্রস্থান।

বিকাশ ঘরময় অস্থির ভাবে পদাচারণা করিয়া)

বিকাশ। ড্যাম ইট! আমার মাথা খেতে—এ—এ—এরকম যা-তা বলবার কি দরকার ছিল?

লীলা। অমন অকুল্যাণে কথা ব'লো না গো—পতি পরম গুরু!

বিকাশ। তোমার যে পতি হয়—সে পরম গরু।

লীলা। অমন অকুল্যাণে কথা ব'লো না গো—পতি পরম গুরু!

বিকাশ। এ সব যা তা—আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না—আপনি—

লীলা। যাই বল, এতে একটা উন্মাদনা আছে—যাকে বলে থ্রিল।

বিকাশ। থ্রিলের নিকুচি ক'রেছে! সকালের কথা ভাবতেই—

[লীলা হাসিয়া রঙ্গ করিয়া গাহিয়া উঠে]

গীত

ভাবতে প্রেম উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।
এখন বল ক'রবে কি হ'লে অন্ধ মন॥
রসিক বলে,—বর্ত্তমানে যা পেয়েছ তাই
কণ্ঠ ভ'রে পান কররে,—ওরে—প্রেমিক ভাই।
ভবিষ্যতের ভাবনা মিছে সে যে ব্যথার কাঁটাবন॥

[বিকাশ অস্থির চাঞ্চল্যে ছুটিয়া আসিয়া]

বিকাশ। এ সব যা তা—দিদিমা শুনলে কি ভেবে বসে থাকবেন বলুন ত ?

লীলা। ভাববেন—তাঁর রসিকা নাত বৌ তার অরসিক পরম গুরুকে একটু রস নিবেদন ক'রছে। হি—হি—হি!...

বিকাশ। এই আমি শেষবার বলছি ও হাসি আমার ভাল লাগে না। আবার যদি শুনিত আ-আমার কাণ্ড জ্ঞান থাকবে না।

লীলা। একটা যা তা ক'রে বসবে? আর কিছু-না-পার-বৌকে ধরে-মারার-দেশের ছেলে তুমি এত স্বাভাবিক। আমরাও পতি পরম-গুরু-দেশের-অদৃষ্টবাদী মেয়ে ওসবে আমরা ভয় পাই না।

বিকাশ। Excuse me! আমি ঠিক ও ভাবে—মানে—হি-হি-হি—আমি ও ভাবিই নি।

লীলা। ভাবলেই বা কি ক'রছি। পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।

বিকাশ। ঠিক তার উল্টো। আপনি পড়েন নি—পড়েছি আমি।

[দিদিমার প্রবেশ]

দিদিমা। হাঁরে, কে গাইছিল—বৌমা? তা বেশ গায়—

লীলা। [সহসা গম্ভীর হইয়া—বিকাশের প্রতি] হ্যাঁ, মা আসছেন। তোমাকে ষ্টেশনে পৌছতেই হবে।

দিদিমা। রাতে আমি কাউকেই ছাড়ছিনা।

বিকাশ। কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুন—

দিদিমা। কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রলাম—কথা শোন! মায়ের চেয়ে বড় হ'ল শাশুড়ী!

লীলা। না না, দিদিমাকে অসন্তুষ্ট ক'রে কোন মতেই তোমার যাওয়া হ'তে পারে না। মা—মা—হ্যাঁ, মা—ফকিরের সঙ্গে বেশ চলে যাবেন।

দিদিমা। যাই। দেখি ক্যাম্তি উনোন পারে ঘুমুচ্ছে কিনা।...

[প্রস্থান]

বিকাশ। দিদিমার ওপর অতখানি ভক্তির এতটুকু কম হ'লে কিছু ক্ষতি ছিলনা। কিন্তু শাশুড়ী ঠাকরুণ—

লীলা। ওমা! মার চেয়ে যে দরদী তারে বলি ডাইনি।

বিকাশ। (অসহ্য উষ্মায়) আ—আ—আমার এ সর্ব্বনাশ করবার কি দরকার ছিল? এ কথা রাষ্ট্র হ'তে বেশীক্ষণ.

লাগবেনা। চাই কি—রাত্রেই হয়ত উনি বায়না ধরবেন—যাব। তখন?

লীলা। ছি—ছি—ছি!

বিকাশ। আবার! আবার! আবার!

লীলা। তাইত বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে। বোন টোন, মাসী টাসী পিসি ফিসি একটা কিছু পরিচয় দিলে হ'ত। দিদিমা হয়ত কানে কম শোনেন। নিশ্চয়ই শোনেন—শুনতেই হবে—

বিকাশ। What next?

লীলা। আমি কিন্তু এখনও কথাটা ঘুরিয়ে শুধরে নিতে পারি। পারি কি—নেবই।

বিকাশ। (ত্রস্ত) আ—আ—আমাকে উচ্ছেদ করাই কি আপনার—

লীলা। অদ্ভুত! কিছুতেই কি তুমি খুশী হবে না?

বিকাশ। আমার মুখাগ্নির ব্যবস্থা ক'রে এখন খুশী!

[বিকাশ চিন্তিত ভাবে যাইয়া জানালার সামনে দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে দিদিমা প্রবেশ করিলেন]

দিদিমা। যা ভেবেছি—অভিমান! উনি একদিকে—তিনি একদিকে। বলি—প্রথম প্রণয়ে অমন অহরহ হয়। এ ত কি! আমাদের আমলে খাওয়া দাওয়া বন্ধ—এমন কি মুখ দেখা দেখি পর্য্যন্ত। একবার—রেগে সাতদিন আমার শাশুড়ীর কাছে শুই। তারপর কত সাধ্য সাধনা—কাঁদাকাটি—মাপ চাওয়া চাওয়ি—তবে! ও সব কিছু নয়—

ও সব কিছু নয়। ঝোড়ো মেঘ হাওয়া লাগলেই উড়ে যায়।
কি হ'ল কি?

লীলা। উনি বল্লেন কোনমতেই উনি থাকবেন না। আমি বলি—সে কি করে হয়!—আমি হ'তে দেবনা, হতে পারে না, হবে না—কখন না।

দিদিমা। হা—হা—হা গেলেই হ'ল। একবার—আমি তখন বাপের বাড়ী। ছুটিতে উনি এলেন। আপিস খুলল—ওঁকে যেতে হবে। আমি ধরে বসলাম—অন্ততঃ সে রাতটা থেকে যেতেই হবে। উনিও মরিয়া—বলেন যাবই। বাঘে কুমীরে লড়াই। তারপর, চুপি চুপি দুপুর বেলা ওঁর জেভ থেকে টিকিট টাকা কড়ি সব লোপাট! আর যান কোথা? থাকতেই হ'ল। কৌশল চাই। আজকালকার মেয়ে, তোমরা কেবল কেঁদেই ভাসাতে জান।

বিকাশ। হ্যাঁ! কৌশলে ওঁদের কাছে আপনাদের apprentice অর্থাৎ শিক্ষা নবিশী ক'রতে হবে। ওঁরা দিনকে রাত ক'রতে পারেন।

দিদিমা। হা—হা—হা! অম্নি আঁতে ঘা লেগেছে! যাই দেখি ক্যাস্কি কি ক'রছে?... (প্রস্থান)

(বিকাশ অসহ্য উন্মাদনায় তাহার সম্মুখে আসিয়া দুই বাহুতে ঝাঁকানি দিয়া)

বিকাশ। কি—কি—কী তোমার মতলব?

লীলা। উঃ! একেবারে যে মারমুখী? মারবে নাকি? মারনা—

একবার মেরেই মজাটা দেখনা। আমি বুঝি কিছু ক'রতে জানিনে ?

বিকাশ। কি ? (ভটস্থ)

লীলা । দেখবে ? তবে দেখাই ?

বিকাশ। কি ?

লীলা । এই দণ্ডে মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা ক'রব।

বিকাশ। না—না—না—

লীলা । উহুঁ !...

বিকাশ। এ আমার কতবড় অন্যায় আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি পরস্ত্রী—আমায় মাপ করুন। আমি সে ভাবে—

লীলা । আমি—কোন—কথা—শুনব না। আমি—এই—এই

(লীলা একখানি সোফায় বসিয়া মাথা খুঁড়িতে কৃত নিশ্চয় হয়)

বিকাশ। সর্ব্বনাশ ! (সে জানুপাতিয়া কর জোড়ে ভূমিতে উপবেশন করে) আমায় বাচান ! আপনার পায়ে পড়ি আমায় বাচান !

(সেই ক্ষণে দিদিমার প্রবেশ)

দিদিমা। (হাসিয়া) দেহি পদ বল্লভী উদারম ! একেবারে পায়ে যে ! এরই মধ্যে সব ফুস্ ? হা আমার কপাল ! এই বাদের মনের জোর তারা আবার করে অভিমান ! চল ভাই, ওপরের ঘরটা দেখিয়ে আনি। শোবার একটু কষ্ট হবে। ছোট খাট— বিয়ের সময় বাবা যৌতুক দিয়েছিলেন। ঠাসাঠাসি ক'রে

দু'জনে বেশ শোয়া যায়। চল ভাই চল, ঘরখানা দেখিয়ে আনি।

(লীলাকে লইয়া দিদিমা অগ্রসর হন সিঁড়ির
দিকে। বিকাশ হতাশায় মেঝেতে বসিয়া
পড়ে। লীলা ও দিদিমা যাইয়া
উপরের বারান্দায় দাঁড়ান]

বিকাশ। খাট—বিছানা—ঠাসাঠাসি—বলে কি! পাগল না ক'রে ছাড়বে না। আচ্ছা! আমি জেগে না ঘুমিয়ে—এসব সত্যি না স্বপ্ন? ঐ ঐ যে একটা হেয়ার পিন পড়ে। দেখিত হাতে বিঁধিয়ে!

(হেয়ার পিন হাতে বিদ্ধকরে) উহুঁ! লাগছেনা—লাগছেনা, তবে স্বপ্ন। (সজোরে বিদ্ধ করিয়া) উহুহু! গেছিরে—গেছিরে—গেছিরে! (ক্ষতস্থান টিপিয়া ধরিল)

[উপর হইতে]

দিদিমা। হা হা হা! মশা? এখান কার এক একটা মশা এক একটা আস্ত ফড়িং। এস ভাই। খাবার হ'য়ে গেছে—আর দেরী নয়।

[বিকাশ অনড়]

বিকাশ। উহুঁ। পেট একেবারে দমশম্।

দিদিমা। বুড়ো মানুষকে রাঁধিয়েছ মনে থাকে যেন?

বিকাশ। খাওয়াও হতেই পারে না। আর কতটুকুই বা রাত আছে—এইখানে বসেই দিব্য কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

লীলা । ঘুমে আমার চোখ ভেঙ্গে আসছে। আঃ এসনা !

দিদিমা। না—না—না, আসতেই হবে।

বিকাশ। আপনি ঠিক—একটা—ভয়ানক—

লীলা । তবে—হাঁ—তবে সেই করি ?

বিকাশ। (চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) না না না, ব্যস। যেতে আর আপত্তি কি ! তবে দুটি সেই বন্ধু—

দিদিমা। সে সবেরও ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি।

(বিকাশ উপরে উঠিয়া গেল—এবং উপরের দরজা দিয়া সকলের ভিতরে প্রস্থান)

[ধীরে ধীরে ক্ষ্যান্তির প্রবেশ]

ক্ষ্যান্তি। ভাল এক দুপুর রেতে হাঙ্গামা। আবার দুটি বাবু আসবেন। তাঁরা কোন চুলোয় মরা পুড়ুতি গ্যাছেন ? সে মরারা আবার কখন আসে দেখ !

[সেইক্ষণে দরজা ঠেলিয়া ভয়ে ভয়ে বিপত্তারণের প্রবেশ]

তুমি বাবু নাকি ? (বিপত্তারণ তাহার কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাকাইয়া থাকে) কথা কওনা ?

বিপদ। হ্যাঁ—হ্যাঁ ! হে—হে—কিন্তু ভুলো ? ভুলো আসেনি ?

ক্ষ্যান্তি। তার পিঠে কি কালো দাগ আছে ?—এই চকোর—

বিপদ। (ভাবে) তাই নাকি ? দাগ আছে নাকি ? (প্রঃ) হা—হা—তা তার শুধু গাত কখন দেখিনি। থাকতে পারে—হ্যাঁ—আছে— আছে—আছে।

ক্ষ্যান্তি। তা হ'লি সে আর আসছে না গো!

বিপদ। (ভাবে) তবে কি চম্পট দিল নাকি? :। রে! টাকাকড়ি যে সব তার কাছে।

ক্ষ্যান্তি। (হাসিয়া) ভাবচ কি গো? ওই খিড়কির দোর দিয়ে এসেছ্যাল—দেছি দু'ঘা আচ্ছা ক'রে বসিয়ে।

বিপদ। (ভাবে) সর্ব্বনাশ! দু'ঘার পরেও যদি সে আসে তবে সে নেহাত নির্লজ্জ! তা বাপু এরই বা দোষ কি? এত জায়গা থাকতে খিড়কির দোরে মরতে গিয়েছিল কি ক'রতে?

(বিপদ গালে হাত দিয়া সোফায় এলাইয়া পড়ে)

ক্ষ্যান্তি। গালে হাত দিয়ে ভাবলি কি হবে? তুমি এলে, তেনারে কোন গাদায় রেখে এলে?

বিপদ। (বিদ্রূপ কণ্ঠে) তেনারে! তেনরেইত দিব্য দুঘা দিয়েছ?

ক্ষ্যান্তি। (জিভ কাটিয়া—একগাল হাসিয়া) ব্রাহ্মণ মনিষ্যিরে কি মারতি পারি?

বিপদ। ব্রাহ্মণ আবার কে? সেটাত বেণে।

ক্ষ্যান্তি। সোনা না গন্ধ?

বিপদ। [অসহ্য বিরক্তিতে মুখভঙ্গী করিয়া] নেউল।

ক্ষ্যান্তি। ওমা! আমি ভাবি ভুলো কুত্তো।

বিপদ। বাঁচালে!

ক্ষ্যান্তি। আমি যাই তোমার খাবার ঘরে রেখে আসি।

[প্রস্থান

[বিপদ বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল। সেই ক্ষণে উপরের বারান্দায় প্রবেশ করিল লীলা ও বিকাশ।)

বিকাশ। একাটি বসে আছে। কথা না বলে এলে কি ভাল দেখায় ? আরে বিপদ যে ! কতক্ষণ ?

লীলা। বেশী দেরী ক'রোনা বলছি। নইলে দিদিমা কি ভাববেন বলত ?

বিকাশ। [মুখভঙ্গী করিয়া] কি ভাববেন বলত—(সে নীচে নামিয়া আসিল—লীলা প্রস্থান করিল)

বিকাশ। কি ভাবছ গালে হাতে দিয়ে ?

বিপদ। তাকে বুঝি হারালাম। অনেক দিন তাকে হারাতে চেয়েছি। কিন্তু, আজকের দিনটা তার প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে বুঝছি।

বিকাশ। কেন হে ! লোকটা কি ?

বিপদ। Epidemic কিন্তু, শুদ্ধ আজকের দিনটা—

বিকাশ। শুদ্ধ আজকের দিনটাতেই বা প্রেমটা উথ্‌লে উঠ্‌ল কেন ?

বিপদ। দোকানদারকে ত অনেক কষ্টে উঠিয়ে—ওকে জিম্মা ক'রে দিলাম। সেই অবকাশে ভাবলাম—একবার এলাটীর দোকানটা ঘুরে আসি। তারপরই দেখি আকাশে ঘন ঘটা ! পরের বাড়ী, কথা দিয়েছি—এলাটীটা উচিত নয়। তাই চলে এলাম। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে বল্লাম—আমার সহকারীকে পৌঁছে দিয়ে যেও। ক'লকাতার ট্যাক্সিওয়ালা !

একটাকা বেশী হাঁক্‌ল। তাই—তাই, ভাবলাম টাকাকড়ি নিয়ে আসবে হেঁটে আসা ঠিক নয়। আমার কথা—ভাবিনে তুমি আছ।

বিকাশ। অধীনকেই সহকারী পদে বরণ করবার বাসনা নাকি?

বিপদ। না না, বাল্যবন্ধু—ক'লকাতা পর্য্যন্ত কি আর নিয়ে যাবেনা?

বিকাশ। তুমি যে উপকার আজ আমার ক'রেছ ভাই—সে জীবনে ভুলবার নয়।

বিপদ। সে যাক্। তারপর, কোথায় বিয়ে ক'রেছ বল?

বিকাশ। (স্ব) ফ্যাঁসাদ! আমার শ্বশুরের পরিচয়ে ওর কি দরকাররে বাপু। (প্র) শ্বশুর? হা-হা-তিনি ভাই সম্প্রতি সুখে স্বচ্ছন্দে গোলক ধামে অবস্থান ক'রছেন।

বিপদ। রাখ রাখ—গোলকধাম—গোলকধামটা হ'ল কোথায়?... কামাখ্যার কাছে কি?

বিকাশ। কামাখ্যা কি হে! কামাখ্যা ছাড়িয়ে—শ্রীকৈলাসে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে মানে স্বর্গে।

বিপদ। হা-হা-হা! বলবার কায়দা আছে! লেখাপড়া শেখার গুণই এই যে কথাগুলো বেশ সরস ক'রে বলা যায়। তাঁর নাম?

বিকাশ। ৺শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী Late Deputy magistrate, Provincial service.

বিপদ। ও!

বিকাশ। (স্ব) আরে! চেনে নাকি? স্বনাম ধন্য লোক চিনলেও চিনতে পারে। (প্র) তিনি হ'লেন আমার বাবার খুড়তুতো ভাইয়ের মামাতো বোনের স্বামী অর্থাৎ আমার পিসেমশায়।

বিকাশ। এ্যাঁ!

বিপদ। চম্‌কে উঠলে যে ভায়া! দেখছ বটে এই—কিন্তু কনেকশন সব বড় বড়।

বিকাশ। (স্ব) তোমার কনেকশনে মড়ক লাগুক।

বিপদ। ভালই হ'ল। ক'লকাতায় গেলে এবার থেকে ঐ খানেই উঠব—ডবল কনেকশন। চাইকি কালই—

বিকাশ। (স্ব) কালই? (প্র) হা-হা-হা! সে ভাই আর বল কেন! ছোট্টবাড়ী—নস্থানম তিল ধারণম্। এই ধরনা কেন, চাকর গুলোকেই রকে শুতে হয়। তারওপর ডিস্‌পেপ্‌শিয়া, ফাই-লেরিয়া, ডিপ্‌থেরিয়া, কলেরিক ডাইয়োরিয়া—

বিপদ। ও সবে আমার ভয় নেই। দেখছ বটে এই—বডিত নয় যেন ইন্‌জেক্‌শন সিরিঞ্জ—Killer of all germs! এই—সেবার রাঁচিতে ডিস্‌পেপশিয়া, পুরীতে কলেরা, চিটাগাঙে ডিসেন্ট্রি, কটকে ফাইলেরিয়া—হাহা-হা! ওসবে আমার ভয়নেই।

বিকাশ। স্ব] এযে মরিয়া—যাবেই দেখছি! তবে বলব নাকি সব-খুলে?

বিপদ। কি ভাবছ ভায়া?

বিকাশ হা-হা-হা! ঐ যে রাস্তায় বললাম—উনি আমার প্রকৃত—

বিপদ। ওয়ান মিনিট প্লিজ! (প্রস্থান)

(উপরে লীলার প্রবেশ)

লীলা। এস। দিদিমা কি ভাববেন বলত?

বিকাশ। যাই ভাবুন—এখান থেকে পাদ মেকম ন গচ্ছামি

লীলা। এস। দিদিমা কি ভাববেন বলত?

বিকাশ। তোমার মুণ্ডু আর আমার পিণ্ডী।

[উপরে লীলার পশ্চাতে দিদিমা আসিয়া দাঁড়াইলেন]

দিদিমা। ছুট্, এখনও যায়নি বুঝি? নে, ঝগড়া মিটিয়ে ফেল্।

বিকাশ। আর কতটুকুই বা, এই খানেই বেশ—

দিদিমা। নতুন বাড়ী! বৌকি একলা ঘরে থাকবে না কিরে? কাল তুই গেলে, বৌমাকে আমার ঘরে রাখব। হ্যাঁ, বৌমাকে কাল কিন্তু ছাড়ছিনে।

বিকাশ। আমার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি ওকে জন্ম জন্ম রাখুন।

দিদিমা। হুঁ! রাগটা এখনও পড়েনি দেখছি।

(প্রস্থান)

লীলা। শীগ্‌গীর ক'রে এস! (প্রস্থান)

[ধীরে ধীরে বিপদের প্রবেশ]

বিপদ। মোড় অবধি ঘুরে এলাম। তার টিকিটি পর্য্যন্ত দেখতে পেলাম না। তারপর, বিয়ে ক'রেছ? রাখ রাখ, তোমার বৌএর নামটা...নামটা—

বিকাশ। লীলা।

বিপদ। হাঁ—হাঁ—লীলা। সেই বর—ওকে দেখেছি ওর বয়স যখন সাত বৎসর। কিন্তু, এই গেল বছর বৈদ্যনাথে পিসীমার সঙ্গে দেখা। কত খুসী আমায় দেখে—ছাড়তে কিছুতেই চান না!

বলেন, কি ক'রব বাবা—বাড়ীতে যে জায়গা নেই, নইলে থাকতে ব'লতাম।

বিকাশ। অতি মহানুভব ! কিন্তু, গোড়াতেই যে গলদ হ'য়ে রয়েছে—

বিপদ। গলদ ? কেন ?

বিকাশ। এই মানে—কথা হচ্ছে—এই ইনি বুঝলে—আসবেই—

[সেই মুহূর্ত্তে দেখা যায় দরজায় ভোলানাথ]

ভোলা। এই যে ! এসেছ—এসেছ—এসেছ ! আ-আমায় একা ফেলে গাড়ী ক'রে এসে এখানে বসে আছ ?

বিপদ। A Libel ! আমি যে গাড়ী পাঠিয়ে দিলাম !

ভোলা। মিথ্যা ! মিথ্যা। মিথ্যা ! আবার মিথ্যা ! কথায় বলে কুসঙ্গে নরকে বাস—

বিপদ। রামের বান সহ্য হয়ত বাঁদরের দাঁত খিঁচুনি সহ্য হয় না, ভাবিতে উচিত ছিল—

ভোলা। আবার বক্ বক্ ! আবার বক্ বক্ ! আবার বক্ বক্ !

বিকাশ। আচ্ছা—আচ্ছা—যে কথা বলছিলাম—

বিপদ। চুপ্ ! এখুনি রামায়ণের নজিরে নাস্তেহাল হ'তে হবে !

[উপরে দিদিমার প্রবেশ]

দিদিমা। হ্যাঁরে, তুই এখনও বসে রয়েছিস ? বৌ মানুষ একলা ঘরে রয়েছে আর তুই গল্প ক'রছিস ? হ্যাঁগা বাপু ! তোমাদেরই বা আক্কেলটা কি ? সোমর্থ বৌটা ঘরে পড়ে আর তোমরা ওকে ধরে রেখেছ ?

ভোলা। মহাপাপ ! মহাপাপ ! মহাপাপ !

(বিপত্তারণকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[শয়ন প্রকোষ্ঠের পার্শ্ব কক্ষ। বামদিকের অর্দ্ধমুক্ত দরজা দিয়া একখানি খাট দেখা যায়। দক্ষিণের দরজা বাহিরে যাইবার। তাহার কড়াতে একটি তালা চাবি সংলগ্ন আছে। ঘরের মধ্যখানে মাত্র একখানি চেয়ার। বামদিকের দরজা দিয়া লীলার প্রবেশ)

[সে চেয়ারে বসিয়া গলায় আঁচল দিয়া বলিতে থাকে]

লীলা। হে মা কালী! তুমি জীবশক্তির প্রতীক! অবলা যে নারী নয়, সে মাত্র তুমিই প্রমাণ ক'রেছ জগতে। ত্রেত্রিশ কোটি দেব দেবীর মধ্যে মা—তুমিই কেবল দাঁড়িয়েছিল করাল মূর্ত্তিতে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার বিপক্ষে।

[দক্ষিণের দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করে বিকাশ। লীলা ভ্রূক্ষেপও করে না আপন মনে মাটিতে জানু পাতিয়া বসে)

লীলা। তোমায় শত কোটি প্রণাম। তোমায় আবার প্রণাম। তোমায় চারিদিকে প্রণাম।

[নাক কাণ মলিতে মলিতে]

ওঁম্! ওঁম্! ওঁম্!

বিকাশ। আরে! এযে নমাজ পড়ে দেখছি!

লীলা। (উঠিয়া হাসিয়া চাহে) এসেছ?

বিকাশ। নমাজ শেষ হ'য়েছে?

লীলা। হি—হি—হি!

বিকাশ। আর কি আছে? সবই ত হ'ল।

লীলা। সব বলছি—এসে বসবে চল।

[হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া চকিতে দরজায় তালা আঁটিয়া চাবি আপনার বক্ষ মধ্যে স্থাপন করে]

বিকাশ। (সাতঙ্কে) ওকি!

লীলা। বন্দী।

বিকাশ। এ সবের অর্থ কি?

লীলা। কিছুই না। একটু থ্রিল—একটু ফান্—

বিকাশ। অর্থাৎ?

লীলা। অর্থাৎ হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী শ্রীফকির চন্দ্র বৈরাগীর মতে একটু শিক্ষালাভ করা—এই মাত্র।

বিকাশ। শিক্ষা?

লীলা। আমাকে শিক্ষা দেবার অভিপ্রায়েই ত এখানে আনা?

বিকাশ। বেটার ছেলে ফক্‌রে নির্ব্বংশ হয় না?

লীলা। মহিলার সাম্‌নে মুখ খারাপ ক'রতে আছে?

বিকাশ। আপনি মহিলা?

লীলা। হি—হি—হি! তবে কি?

বিকাশ। মনে হচ্ছে—আপনি যে যথার্থ কি, তা আমি জানি নে।

কিন্তু, আপনার আচরণগুলো ঠিক—ঠিক—ঠিক কি তা বলতে পারছিনে—

লীলা। হি—হি—হি!

বিকাশ। আবার! আ-আ-আপনি কি ক'রতে চান?

(লীলা শিক্ষয়িত্রীর ন্যায় গম্ভীরভাবে চেয়ারে উপবেশন করে)

লীলা। শিক্ষা নিতে চাই। যদি দেবার না থাকে—তবে নিলে বাধিত হব।

বিকাশ। মানে?

লীলা। পুরুষগুলো হাঠে, মাঠে, ঘাটে, বাটে, ট্রামে, বাসে, যে রোমান্সের খোঁজে নিত্য মেয়েদের জীবন দুর্ভর ক'রে তোলে, তারই বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগআপনাকে শিক্ষা দিতে চাই।

বিকাশ। আ-আ-আমিত রোমান্স চাই নে! আমি হ'লাম বিবাহিত —তার ওপর—

লীলা। শাশুড়ী হ'লেন জলজ্যান্ত পিনাল কোড। শুনুন, পুরুষদের এমনি স্বভাব যে যা আছে তা নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট নন; যা নেই, তারই পাবার আগ্রহে মাথা খুঁড়ে মরেন। তাঁরা মরেন তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু যাদের জন্যে করেন তাদের জীবন্ হ'য়ে উঠে অতিষ্ঠ।

বিকাশ। আ—আমি ত আপনাকে চাই নি!

[লীলা উঠিয়া বিকাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার মুখেরউপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া]

লীলা। ঐ ইডেন গার্ডেনে বেড়ান? এক হাঁটু জলে ঝাঁপাঝাঁপি ক'রে, নারী উদ্ধারের ছলে সিভালরি দেখিয়ে—মন জয় করবার আকাঙ্ক্ষা?…[পায়চারী করিয়া] জানালায় দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ীর তরুণীর গান শোনা প্রভৃতির অন্তরালে, গোপনে লুক্কায়িত ছিল[মুখের সম্মুখে আসিয়া হাত জোড় করিয়া] কোন প্রবৃত্তি স্যার?

বিকাশ। কে—কে—কে বল্লে? সর্ব্বৈব মিথ্যা! এই একটু বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ছাড়া আর কিছুই না—

(পুনরায় উপবেশন করিয়া)

লীলা। দেখুন, আমি কায়িক বেদনা দানের পক্ষপাতী নই।

বিকাশ। সে আবার কি?

লীলা। এই চড়, চাপড়, বেত ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষা দানের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে।

বিকাশ। কিন্তু একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে—

লীলা। ভদ্রলোক? হি—হি—হি! [উঠিয়া দাঁড়ায়]

বিকাশ। আপনার ভাগ্য ভাল—আমার পাল্লায় পড়েছেন, নইলে—

লীলা। কি হ'ত?

বিকাশ। ধরুন, যদি বল প্রয়োগ ক'রত—

লীলা। একবার ক'রেই দেখুন না?

বিকাশ। আমার সে রকম শিক্ষা নয় যে বল প্রয়োগ করি। কিন্তু, এরকম অবস্থায় অন্য কেউ ক'রতে পারত।

লীলা। তা হ'লে অবলার বল চীৎকার, ক্রন্দনে অমনি বাড়ীশুদ্ধ

লোক এসে হাজির হ'ত। তার পরের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। একবার চেঁচাব? পরীক্ষা ক'রবেন স্যার?

বিকাশ। কি বলে?

লীলা। এই ধরুন, ওগো! কে কোথায় আছ রক্ষাকর—রক্ষাকর, যায় প্রাণ রাবণের হাতে। অমনি নীচে থেকে জটায়ু পক্ষীর দ্রুত প্রবেশ। তারপর—তারপর আর বলব?

বিকাশ। বহুত খুব।

লীলা। বেশ মজা হয় কিন্তু। একবার পরীক্ষা ক'রে দেখিনা?

বিকাশ। আপনার পায় ধরছি আপনি নিরস্ত হন। নারী নিগ্রহ আমার ধর্ম্ম নয়। আচ্ছা, শিক্ষা কি এখনও সম্পূর্ণ হয় নি?

লীলা। কি মনে হয়?

বিকাশ। আমার ত মনে হয়—

লীলা। হি—হি—হি!...

বিকাশ। আবার!

লীলা। ঘোরতর অবাধ্যতা।

বিকাশ। না না, আপনি খুব হাসুন।

লীলা। হি—হি—হি!......

বিকাশ। হা—হা—হো—হো...[জোর করিয়া হাসিবার প্রয়াস]

(লীলা পুনরায় উপবেশন করে)

লীলা। এইবার নাকে কাণে খত।

বিকাশ। এ আপনার বাড়াবাড়ি।

লীলা। অবাধ্যতা!

বিকাশ। নাচার। অসহ্য! আর আমি সহ্য ক'রতে পারছি না মিস্ লীলা।

লীলা। কি ক'রবেন?

বিকাশ। চলে যাব।

লীলা। কি ক'রে? জানালা থেকে বিশ হাত নীচে লাফিয়ে পড়ে হাই জ্যাম্প চ্যাম্পিয়ান হবার বাসনা না কি? কিন্তু স্মরণ রাখবেন, এই জানালার ঠিক নীচে দিদিমার বহু সাধের চাল কুম্‌ড়োর গাছ। গোটা চারেক বেশ বড় বড় অর্থাৎ বেশ পাকা পুরুষ্টু গড়াগড়ি যাচ্ছে। তার ওপর লাফিয়ে পড়লে, দিদিমার ক্ষতির পরিমাণটা একবার অনুধাবন করেন কি স্যার?

বিকাশ। না। কিষ্কিন্ধ্যাবাসী হবার এতটুকু আগ্রহ আমার নেই। কিন্তু, আমায় যেতেই হবে। চাবি দিন!

লীলা। সে আমি বুক দিয়ে রক্ষা ক'রছি। এক বল প্রয়োগ ছাড়া চাবি নেবার দ্বিতীয় পন্থা দেখছিনা।

(সহসা দূরে পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ছটা বাজিতে লাগিল)

বিকাশ। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়! সর্ব্বনাশ! বিকাশ চাটুজ্জে! তুমি কি মরে গেছ? নইলে প্রকট হও— সম্মুখের ঐ বাধা দূর ক'রে, তোমার জীবিকা বজায় কর। আর তা যদি না পার তবে তুমি যাও, তোমায় স্ত্রী যায়,

তোমার পিনাল কোড যায় আর যায় তোমার পসারহীন বেকার জীবনের অবলম্বন—বড়লোকের ঘর জামাইগিরি।

(বিকাশ প্রচণ্ড বল প্রয়োগে কড়া ভাঙ্গিয়া
বাহির হইয়া যায়।　লীলা হাসিয়া
ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে)

যবনিকা

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(একটি ধনী গৃহের বহির্ভাগ। সম্মুখে বাগান ইত্যাদি)
ফকির হন্ত দন্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়.
পার্শ্বে পথের দিকে দেখে)

ফকির। ছটা বেজে গেলেন। জামাইবাবুর দেখাটি নেই। গিন্নীমা যে এখুনি এসে পড়বেন। অ্যাল নাই বা ক্যান্? কি হ'ত্তি পারে? তবে কি চন্দন নগরে যায় নাই? আর কম্নে যাত্তি পারে? পথে বিপদ আপদ ঘট্‌ল না কি? মোটরে কি ধাক্কা লাগল? হে ফকির বৈরাগী! তুমি শক্ত হও— পরীক্ষার জন্নে প্রস্তুত হও! তোমার বিবেচনার আজ চরম পরীক্ষা। তুমি মনে মনে জেরা কর—তরজমা কর—গাল-গল্প বেনিয়ে ফেল। নইলি তুমি ডোবলে—তোমার ভাত ভিত্তি গেল।

(পুনরায় সে দৌড়াইয়া যায় বাহিরে—নিরাশ
হইয়া ফিরিয়া আইসে)

না! জামাইবাবুরি ত চখে পড়ল না। তবে কি যা ভেবেছি তাই ঘট্‌ল?

(সে ভূমিতে বসিয়া পড়ে)

ধর—প্রথম নম্ফ জেরা—তিনি কম্‌নে গিয়েছেন ? আমি যর বললাম—তিনি ঘুমিয়ে আছেন। যে নিশ্‌পিশে নোক হয়ত বলবেন, তুলি দিলে না ক্যান্‌ বাপ্‌ ? দুই নম্ফ জেরা, যদি বলি বাবু হাওয়া খাতি গেছেন ? তবে জিজ্ঞাসা করতি পারেন—কার সঙ্গে, কম্‌নে, কখন, কিসি ? বাপ্‌ ! অত কথার জবাব দিবি কেডা ? (মনে মনে হাসিয়া) যদি বলি বাবু তেনার সঙ্গে গেছেন ? উরে বাপ্‌।

(সে পুনরায় ছুটে পথোদ্দেশ্যে, মধ্য পথে আগন্তুক ভোম্বলবাবুর সহিত সংঘর্ষ হয়)

ভোম্বল। হা-হা-হা ! মাপ ক'রবেন পরেশবাবু, ঐ চশমাটা হা-হা-হা ভাল ফিট করেনি। একটু লঙ সাইট।

ফকির। (জ্বলিয়া উঠিয়া) সকাল বেলা ! যদি দেখতি না পাও তবে অমন ডিমির চশমা পরা ক্যান ?

ভোম্বল। ও ! ফটিকবাবু ? হা-হা-হা—আমি ভাবি নরেশবাবু।

ফকির। (স্ব) নরেশবাবু তোমার বাবা খুড়ো !

ভোম্বল। বাবু ফিরেছেন ?

ফকির। ফিরে, নাক ডাকায়ে ভোঁড়র ভোঁড়র ক'রে ঘুমুচ্ছেন।

ভোম্বল। সতীশবাবু বেশ রসিক।

ফকির। (স্ব) মর বেটা ! সকালবেলা কোথা হ'তি আলাতি অ্যাল গো ! আমি মরি ভাবনায়, উনি ঘোরেন নিজির তালে। (অর্দ্ধ স্বগতঃ) বেটা তাকায় যেন ভোঁদরবাবু।

ভোম্বল। হে হে-হে। মনে পড়েছে, মনে পড়েছে—কালকের সেই নামটা।

ফকির। শুনে আপ্যাইত হ'লেম। এখন নামডা ক'য়ে ফেলালি ত হয়।

ভোম্বল। ওই যে আপনি কি বললেন ?

ফকির। ভোঁদরবাবু।

ভোম্বল। ভোঁ-ভোঁ-ভোঁদা, না না না-ভোঁতা-ভোঁতা, না না না-হে-হে-হে—কুকুরটা ছাড়া নেই ত ?

ফকির। তিনি সশরীরে ঐ ভিতরে অধিষ্ঠান করতেছেন। তেনার দর্শন প্রয়োজন ?

ভোম্বল। না-না না ! তবে কি ক'রছেন জানতে পারলে হ'ত।

ফকির। সেই বুঝে আপনি নিজি অধিষ্ঠান করবেন—কেমন ?

ভোম্বল। হে-হে-হে ! আপনি অতি সজ্জন-অতি সজ্জন। হ্যাঁ, বাবু কি ক'রছেন বললেন ?

ফকির। বাবু ডিমে তা দিচ্ছেন।

ভোম্বল। হে-হে-হে ! আপনি বুড় রসিক ফটিকবাবু।

ফকির। (স্ব) বেটা সহজে যাবেন না দেখছি (প্র) একটু দাঁড়ান। দেখি কুকুরটা কি করছেন, নইলি ঐ দাড়ী—

ভোম্বল। এঁ্যা ! দাড়ী বাঁচান শক্ত কি বলেন ?

ফকির। যথার্থ।

(ফকির ছুটিয়া ভিতরে যায় ও তথা হইতে কুকুর ডাকিতে থাকে)

ভোম্বল। জেগে আছে-দেখছি ! কুসুমবাবু।

ফকিরের প্রবেশ

গলাটা একটু

ধরাধরা নির্জ্জীব বলে মনে হ'ল।

ফকির। তিনি দাড়ীর স্বাদ না পালি বড় ঝিমিয়ে পড়েন।

ভোম্বল। এ বাড়ীতে দাড়ী রক্ষা করা বড় কঠিন! আ-আমি চললাম। (প্রস্থান)

ফকির। (হাসিয়া) জামাইবাবু মাথা খেটিয়ে মন্দ ফিকির করেন নাই। আচ্ছা, বড় গিন্নীমা অ্যালি, ঐ ভোঁদরবাবু সাজি থাক্‌লি হয়না? তা যে লোক, সহজে যে ছাড়ান পাবি বলে, মনে হয় না। কিন্তু কোনডা—এক নম্ফ না দুই নম্ফ? এক নম্ফ—(মুখে আওড়াইতে থাকে)

[ঘণ্টার মা বাটী প্রবেশ করে]

ঘণ্টারমা। ও ফকির চাঁদ! লম্ফ লম্ফ ক'রছ কেন?

ফকির। হে-হে-হে! লম্ফ দেব।

ঘণ্টার মা। কোথায়?

ফকির। উই ছাদ থিকে উই হোথা।

ঘণ্টার মা। বলি ক্ষেপ্‌লে নাকি ফকির চাঁদ? অত গাঁজা খেয়োনা ফকিরচাঁদ—অত গাঁজা খেয়োনা।

ফকির। গাঁজা তোর চার পক্ষ থাক্।

ঘণ্টার মা। কি! যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা? পক্ষ তুলে কথা বলিস?

ফকির। ক্ষ্যামা দেও ঘণ্টার মা! ঐ এলেন যে!

ঘণ্টার মা। (কৌতূহলি হয়) কে ?

ফকির। পেরলয়িনী।

ঘণ্টারমা। নতুন হ'ল নাকি ? কেমন দেখতি ?

ফকির। তোমার যমের লাত্‌নী বড় গিন্নী।

ঘণ্টার মা। উরে বাবা ! (দ্রুত ভিতরে প্রস্থান)

ফকির। কিন্তু কোনডা ? এক নম্ফ না দুই নম্ফ ?...এক নম্ফ—

[ঘণ্টার মার পুণঃ প্রবেশ]

ঘণ্টার মা। ওমা ! কি হবে গো ! ঘরময় লেচে কুদে বেড়িয়েছে কে ?

ফকির। লাচ্‌বি আবার কেডা ? সকাল বেলা ঘুমুচ্ছিলাম —ওবাড়ীর ভুলু এয়েলেন। সব ঘরময় ল্যাজ্‌ তুলি তুলি লাচ্‌লেন— কুদলেন—লাচ্‌লেন—

ঘণ্টার মা। ও মা কি হবে ! সদর খুলে ঘুমুচ্ছিলে ?

ফকির। খুলে ঘুমুচ্ছিলাম কি—ভুলু আসি খুলেলেন।

ঘণ্টার মা। ভুলু দরজা খুলল কি ?

ফকির। আমি কি মিছে কথা কচ্ছি ? খুলেলেন রে, খুলেলেন। হে-হে-হে !

[ঘণ্টার মার প্রস্থান]

বেটী যেন মুন্সেফ হাকিম ! জেরা করতি লেগেলেন। কেন্‌রে বাপু, আমি কি তোর পুকুর পারের রায়ত না লায়েব গোমস্তা ! গিন্নীমা যে বড় সুবিধের লোক নন— নইলি একবার বাগে পালি, হাড় গোড় সব চিবয়ে খাই।

(বিকার গ্রস্থের ন্যায় ঘণ্টার মার প্রবেশ)

ঘণ্টার মা। ও ফকির ! মজা দেখেছ ? জামাই বাবুর কাণ্ড দেখেছ ? বুড়ো মানুষ, রাত্তি ভাল ক'রে দেখতি পাও না—দিনের আলোয় এই দেখ !

[অঞ্চল অন্তরাল হইতে শাড়ী ও স্যাণ্ডেল বাহির করে]

ফকির। হে হে-হে—ও দিদিমণির !

ঘণ্টার মা। ও দিদিমণির ! আমারে চেনাও তুমি ফকির চাঁদ ? দিদি-মণির কোনডা না চিনি ? এ যদি দিদিমণির হয়, তবে আমার ঘণ্টার মাথা খাই।

ফকির। দে—দে—দে !

ঘণ্টার মা। (স্ব) ও মা ! ফকির চন্দরও দেখি এর মধ্যি আছেন। নইলে এত গরজ কেন ? চুপি চুপি উনিই বুঝি জুটয়ে আনেন ? হুঁ ! ঘুঘু দেখিছ ফাঁদ দেখনি !

ফকির। কোথাকার পাগ্‌লীরে ! দে ! ওই সাম্‌নের বাড়ীর দিদি-মণির—যিনি ফিরিঙ্গি কিতায় চলাফেরা করেন—ওই যে, যিনি হরমণি বাজায়ে গান ধরেন—তেনার। রাস্তায় পড়ে গেছল কিনা—তাই কুড়য়ে আনি থুইছি। দে—দে !

[সহসা নেপথ্যে মোটর হর্ণের শব্দ হয়—ফকির রাস্তায় ছুটে, ঘণ্টার মা কৌতূহলি হয়। সেই ক্ষণে প্রবেশ করে বড় গিন্নী ও শান্তি—পশ্চাতে মাথায় বিছানা ও সুটকেশ লইয়া ফকির]

দ্বিতীয় দৃশ্য

(পূর্ব্ব দৃষ্ট হল ঘর। হলের মধ্যভাগে একখানি সোফায়
বিরাট কায়া শাশুড়ী আসীন, পার্শ্বে অপর একখানিতে
শান্তি। অপরাধীর ন্যায় দণ্ডায়মান একদিকে
ফকির ও অপরদিকে ঝি। ফকির কপালের
স্বেদ বিন্দু ঘনঘন মুছিতেছে)

শাশুড়ী। বাবু কোথায় ?

ফকির। দে—দে—দেখে আসি।

[প্রস্থানোদ্যম]

শাশুড়ী। [ধমক দিয়া] দেখে আসি কি ? তিনি কি ঘুমোচ্ছেন ?

ফকির। হ্যাঁ ! নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছেন।

শাশুড়ী। এত বেলাতেও ওঠেন নি ?

ফকির। নিশ্চয়ই না।

শাশুড়ী। ষ্টেশনেও যেতে পারেননি বোধ হয় ?

ফকির। না। ঘুমুলি আর যাবেন কি ক'রে ?

শাশুড়ী। রাতে ভাল ঘুম হয়নি বোধ হয় ?

ফকির। নইলি আর উঠতি দেরী হবি ক্যান্ !

[ঘণ্টার মা যাইবার উদ্যোগ করে]

শাশুড়ী। বলি ঝি ! দুদিন যদি বাড়ী না থাকিত তোমরা কি হও

বলত ? এত বেলা হ'ল, কাজ কর্ম্ম নেই—দিব্যি নিশ্চিন্তে গায় ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছ ?

ঘণ্টার মা। ওমা ! আমি সেই কোন সকালে এয়েছি।

ফকির। কোন সকালে এয়েছ ?

ঘণ্টার মা। আসিনি ? তুমিত ঘুমুচ্ছিলে—

শাশুড়ী। বেশ—বেশ ! তাই ত বলি—

ফকির। ঘুমুচ্ছিলাম ? ঐ দোরে বসে নক্ষ গুণছিলাম না ?

ঘণ্টার মা। ঘরে ঢুকে— তোমায় কি বলব মা ! হিঁয়া কা মাটি হুঁয়া—হুঁয়া কা মাটি হিঁয়া !

শাশুড়ী। সে কি !

ঘণ্টার মা। ঐ টেবিল এই উল্টে আছে—এই চেয়ার ঐ আছে—

(নৃত্যভঙ্গীতে সে দেখাইতে থাকে)

শাশুড়ী। ঘরে কি ভূতের নাচ হ'য়েছিল ?

ঘণ্টার মা। ভূতির নাচত ভাল—চৈত্ সংক্রান্তির গাজন নাচ। ঐ নাচে ত এই নাচে—এই নাচেত ঐ নাচে—

শান্তি। মাগী যেন কি ! ঘরে ঢুকে দেখলি নাচ হচ্ছে ?

ঘণ্টার মা। হ্যাঁ—তুমুল। সেই সব তুলনু—ঝারনু—পরিপাটি কনু—

শাশুড়ী। এ সবের কারণ ?

ঘণ্টার মা। বল্লে, ফকিরচাঁদ দরজা খুলে ঘুমুচ্ছিলেন—ঐ হো পাড়ার ভুলু এসে—

শাশুড়ী। সদর খুলে ঘুমুচ্ছিল !

ফকির। হে-হে ফকির চন্দর তেমন ঘুমোন না। নাক ডাকেন বটে তবে সজাগ থাকেন।

শাশুড়ী। তবে ভুলু ঢুক্‌ল কোথা দিয়ে?

ফকির। ইস্! তাইত—হে—হে—ভুলু ঢুক্‌ল কোথা দিয়ে? ঢুক্‌ল ঢুক্‌ল—

ঘণ্টার মা। তারপরে কি বলব মা,—হেই মা কালী! মিথ্যা বলিত ঘণ্টার মাথা খাই। শোবার ঘরে ঢুকে…কি বলব মা—

[পশ্চাতের একখানি সোফার নিম্ন হইতে আনে স্যাণ্ডেল]

ঘণ্টার মা। এই।

শান্তি। কার?

ঘণ্টার মা। কে জানে কোন মাগীর!

শাশুড়ী। তারপর?

ঘণ্টার মা। তার পরে কি বলব মা! স্নানের ঘরে ঢুকে—যদি মিথ্যে বলি—

শান্তি। বল্—বল্!

[সে জুতা রাখিয়া শাড়ী লইয়া আইসে]

ঘণ্টার মা। এই—

[শাড়ী প্রদর্শন]

শাশুড়ী ও শান্তি } শাড়ী!

ঘণ্টার মা। ফকির রে দেখাই—বলে দিদিমণির। আমি বলি,—ওরে ফক্‌রে! চাল্‌সে তোর চোখে পড়তি পারে—আমার এই ভরা যৌবন—আমার ত পড়ে নাই।

শাশুড়ী। শাড়ী জুতো হ'ল—এখন তিনি স্বয়ং বিছানায় শুয়ে নেই ত?

শান্তি। কি যে যা তা বল মা!

শাশুড়ী। আমাকে ধমক দিবি তুই? শাড়ী জুতো যখন— তখন কি রাত্তিরে তিনি স্বয়ং না ছিলেন?

শান্তি। এমনও ত হ'তে পারে—এর কোন কারণ ঘটেছে। এমনও ত হ'তে পারে কেউ হঠাৎ—

শাশুড়ী। চুপ কর্‌ পোঁটা! আমাকে আর শেখাস্‌নি। আমি না জানি কি? এসব হঠাৎই হয়। ফকির! এসবের কারণ কি?

ফকির। হে-হে—ঐ হোথাকার সাম্‌নের বাড়ীর জানালা থেকে পড়ল, ঐ শাড়ী আর জুতো—টুপ্‌ টাপ্‌! আমি ভুলুর পিছনে তাড়া করি গিয়ে দেখি পড়্‌তেছে—ঝুপ্‌ ঝাপ্‌! ভাবি, ঐ বাড়ীর দিদিমণির গো! ইঁদুরি বুঝি ফেলাচ্ছে। তাই, কুড়য়ে আনি থুলাম। জুতো জোড়া ঐ শোবার ঘরে থোলাম, আর শাড়ীখান ঐ ঐ কলঘরে। কাদা লেগেলেন কিনা—তাই। ঘণ্টার মা আলি কেচে দেবেন।

শাশুড়ী। হুঁ! জিনিষ পাওয়া গেল লাশ পাওয়া যাচ্ছে না।

শান্তি। মা! ঝি চাকরের সাম্‌নে—

শাশুড়ী। তোমার স্বামীর গুণপনা ঝি চাকরের দেখতে আর বাকী রইল কি?

শান্তি। ঝি!

[ঘণ্টার মাতার প্রস্থান]

খাশুড়ী। পুরুষের জীবনে এইটাই হচ্ছে বড় খারাপ সময়—৩৪ পেরিয়ে ৩৫শে পড়েছে। বাবু কোথায় ফকির?

ফকির। আজ্ঞে তিনি—তিনি—

খাশুড়ী। তাঁকে খবর দেও যে আমরা এসেছি।

[ফকির অনড়]

ফকির। এজ্ঞে—আলি খবর দেব।

খাশুড়ী। এলে? কেন, এই একটু আগে শুনলাম—তিনি ঘুমুচ্ছেন?

ফকির। হে হে—ঘুমুচ্ছেন ত বটেই। নইলি—

খাশুড়ী। ভাবে বোধ হচ্ছে তুমি যেন কি লুকোচ্ছ।

ফকির। এজ্ঞে কিছুই না।

খাশুড়ী। বাজে কথা রেখে বল—বাবু কোথায়?

ফকির। এজ্ঞে—জামাই বাবু?

খাশুড়ী। নইলে আর এ বাড়ীতে কে বাবু আছে?

ফকির। (স্ব) কোনডা? এক নম্ব না দুই নম্ব? (প্র) এজ্ঞে, কত বাবু এসেন।

খাশুড়ী। আমরা যাবার পর এটা বুঝি ক্লাব বাড়ী হ'য়েছিল? তা কাল রাত্তির থেকে ক্লাব কোথায় বাসা বেঁধেছেন?

ফকির। (স্ব) হেই মা কালী! এখন কি বলি? কেলাব্—কেলাব্—কেলাব্! হায়রে! কেলাব্ তা কি? আর তিনি কোথায় বাসা বাঁধেন? (প্র) হে-হে-হে! গাছে বেঁধেছেন।

শাশুড়ী। ভাঁড়ামি রেখে সত্য ক'রে বল—বাবু কখন গেছেন ?

ফকির। (স্ব) ছ্'নম্ফ ? হায় মা ! মুখ রক্ষা কর মা ! (প্র) কাল বৈকালে।

শাশুড়ী। কার সঙ্গে ?

ফকির। এজ্ঞে, এক বন্ধুর সঙ্গে।

শাশুড়ী। কে বন্ধু ?

ফকির। ঐ। যেনারা গাছে বাসা বাঁধেন—তেনাদেরই একজন।

শাশুড়ী। কি নাম ?

ফকির। (স্ব) ওই ভুলানাথ বাবুর মত হে-হে ক'রে সব ভুলে যাব নাকি ? কাঁঠালের আঠার মত আঁটে ধরিছে—সহজে ছাড়বি বলতে মনে হয় না। (প্র) এজ্ঞে, ভোগল বাবু।

শাশুড়ী। সে আবার কে ?

ফকির। এজ্ঞে তেনাদের দেশের। বল্লেন—বাল্যকালে পাঠশালে পড়েছিলেন।

শাশুড়ী। কোথায় যাবেন বলে গেছেন ?

ফকির। এজ্ঞে হ্যাঁ। বল্লেন—যাবেন চন্দন নগর। হোথায় দিদিমা থাকেন, তেনার চরণ দর্শন করতি।

শাশুড়ী। হুঁম্ !

ফকির। (স্ব) বাঘের মত গজ্‌রাতি লাগিছে দেখ !

শাশুড়ী। কখন ফিরবেন বলে গেছেন ?

ফকির। বল্লেন—রাতেই ফিরবেন যদি—

শাশুড়ী। যদি আবার কি ?

ফকির। এজ্ঞে, যদি ঘুময়ে না পড়েন। ঐ ভুলানাথ বাবু—

শাশুড়ী। এই ছিল ভোম্বল—এখন হ'ল ভোলানাথ ?

ফকির। (স্ব) ইস্ ! কি ছাওয়াল বাঘে খালরে ! (প্র) এজ্ঞে, বাবুগরে নাম সব গুলয়ে যায়।

শাশুড়ী। আচ্ছা তুমি যাও।

(ফকিরের বাহিরের দিকে প্রস্থান)

শান্তি। তোমার কেবল বাজে সন্দেহ। তিনি সত্যই হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন।

শাশুড়ী। ঘুমিয়ে যে তিনি পড়েননি, এ আমি জোর ক'রে বলতে পারি। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড় কঠিন। নইলে কি ডেপুটির সংসার চালাতে পারতাম ?

[ফকিরের প্রবেশ]

ফকির। জামাই বাবু এয়েছেন।

শাশুড়ী। পাঠিয়ে দে।

ফকির। ঐযে তিনি এসতেছেন।

(মলিন বসনে—বিবর্ণ মুখে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে বিকাশ)

ফকির। (বিকাশের প্রতি) বাবু ! বন্ধুর সঙ্গে গেলেন, তেনারে কোথায় থুয়ে অ্যালেন ?

শাশুড়ী। ফকির ! তোমার খাটুনি অনেক হ'য়েছে—এইবার একটু বিশ্রাম নেও।

[শ্লেষ সহকারে]

তারপর কেমন আছ ?

বিকাশ। আপনার কুশলত ?

শাশুড়ী। সর্ব্বাঙ্গীন ! তারপর, রাতে বেশ ঘুম হ'য়েছিল ?

বিকাশ। ঘুম ? হ্যাঁ—তা ঠিক তেমন নয়। মানে মোটেই না। মা বিপদ—

শাশুড়ী। বিপদ ?

বিকাশ। হ্যাঁ। সে গুরুতর—একেবারে প্রচণ্ড মানে ভীষণ।

ফকির। সে কাজ আমি সেরে রাখিছি। বল্লাম—যে এক বন্ধুর সঙ্গে গাড়ীতি গেছেন।

শাশুড়ী। (ধমক দিয়া) ফকির ! (বিকাশের প্রতি) বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছিলে ?

বিকাশ। অবিকল।

শাশুড়ী। কার সঙ্গে ?

বিকাশ। ঐ যে বার গাড়ী—নাম—নাম—(স্ব) সর্ব্বনাশ ! বেটার ছেলে নামটাত বল্লেনা !

[পশ্চাতে তুড়ি দিয়া ফকিরকে ইঙ্গিত করিতে থাকে।
ফকির বলিতে চায় কিন্তু, সেও ধাঁধায় পড়ে।
সে ঠিক করিতে পারে না—কোনটা—
ভোম্বল কিম্বা ভোলানাথ ?]

ফকির। কোনডা ? ভো-ভো-ভো—ভু-ভু-ভু

[বিকাশও উপায়ন্তর না দেখিয়া ফকিরের সহিত
ভো ভো-ভু-ভু করিতে থাকে]

শাশুড়ী। ভোঁদর—কেমন?

বিকাশ। অবিকল। হা-হা-হা! মজার নাম! ভোঁ-দ-র!

শাশুড়ী। ভারী মজার। শান্তি! এইবার ঝিকে ডেকে আন।

(শান্তি উঠিয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে শান্তির সহিত প্রবেশ করে ঘণ্টার মা—হাতে তাহার জুতা)

তোমার শোবার ঘরে এই জুতা পাওয়া গেছে।

বিকাশ। সেত যাবেই।

ফকির। স্ব) সেরেছে! (প্রকাশ্যে ও আপন মনে) টুপ্ টাপ্! সামনের বাড়ীর—টুপ টাপ্! [বলিতে থাকে]

শাশুড়ী। কার?

বিকাশ। কার? তাইত—

ফকির। সামনের বাড়ীর টুপ্ টাপ্! [বলিতে থাকে]

বিকাশ। (স্ব) টুপ্ টাপ্—সেত বৃষ্টি। আর সাম্‌নের বাড়ী অর্থাৎ শীলা—যে গান গায়। (প্র) ঐ সাম্‌নের বাড়ীর শীলা এসেছিল শান্তির কাছে, তারপর—তারপর—তার—

ফকির। টপ্ টাপ্।

বিকাশ। তারপরেই মুষল ধারে বৃষ্টি। তাই, জুতো খুলে রেখে গেল।

শাশুড়ী। হুঁম্! ঝি! শাড়ী।

(ঘণ্টার মার প্রস্থান)

বিকাশ। স্ব) সর্ব্বনাশ! আবার শাড়ী? Cadaverous শাড়ীটাও নিয়ে যেতে পারেনি? আর, ঐ বেটার ছেলে ফক্‌রে—

(ঘণ্টার মাব শাড়ী হাতে প্রবেশ)

শাশুড়ী। এবারে হয়ত বলবে, বৃষ্টির জন্যে শাড়ীও খুলে রেখে গেলেন?

বিকাশ। অনেকটা—মানে—অবিকল।

(সহসা প্রবেশ করে বিপত্তারণ)

এই যে, এস ভাই ভোঁদর।

তোমার কথাই এতক্ষণ হচ্ছিল। ভোঁদর—বেশ নাম!

বিপদ। ভোঁদর?

বিকাশ। হ্যাঁ-হ্যাঁ ভোঁদর। (শাশুড়ীর প্রতি) এই-এই-এই একটু আগে যার কথা হচ্ছিল—ঐ যে যার গাড়ী? মহাবন্ধু—একসঙ্গে পড়েছি। বহুদিন পরে দেখা—

বিপদ। কিন্তু ভোঁদর—

বিকাশ। আমাদের ভোঁতা ভোঁদর! ছেলে বেলায় কত ক্ষ্যাপাতাম।

বিপদ। কিন্তু ভোঁদর—

বিকাশ। ও কিন্তুর কিছু নেই। ইনি হচ্ছেন আমাদের উভয়েরই মা। Things equal to the same thing আর কি! এই যে ষ্টেশনে বল্লে বাড়ী যাবে, তারপর বুঝি মনে পড়ল মাকে একটা প্রণাম না ক'রে যাওয়াটা ভাল দেখায় না! তা বেশ তা বেশ! কলিকালে এরূপ মাতৃভক্তি দুর্লভ।...তা ভাই আমরা হ'লাম সেকেলে লোক—এস—প্রণাম কর—প্রণাম কর।

বিপদ। কিন্তু—

বিকাশ। —না—না তার চেয়ে এস দুজনেই তাঁর চরণামৃত পান করি।

(বিপত্তারণকে জোর করিয়াই প্রণাম করিতে বাধ্যকরে—তৎসহ নিজেও প্রণত হয়)

বিপদ (প্রণামান্তে) কিন্তু—

বিকাশ। ও! ঠিক ঠিক—তোমাকে ধরে রাখা আর ঠিক হবে না। (হাত ঘড়ি দেখিয়া) পৌণে দশটা! আপিস বুঝি? আরত সময় নেই—তুমি শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর বেরিয়ে পড়।

(একরূপ তাহাকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিতে উদ্যত হয়)

নানা, তোমাকে ধরে রাখা কোন মতেই উচিত নয়।

শাশুড়ী। কে? আমাদের বিপদ না? কোথা থেকে—ভাল আছত?

বিকাশ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, বিপদ—বিপদ। ভাল নামটা মনেই ছিল না। কিছু ভাই মনে ক'রো না, সবার সামনে ডাক নামটা বলে ফেলেছি।

(সহসা দরজার ফাঁকে আবির্ভূত হয় ভোলানাথ)

ভোলা। এইখানে—এইখানে—এইখানে এসে জুটেছ?

(সকলে সবিস্ময়ে চাহে)

বিপদ। হায়রে! মলেও কি আমার ওর হাতে থেকে নিস্তার নেই?

বিকাশ। (ভোলানাথকে অভ্যর্থনা করিয়া) আরে! এস—এস ভোলানাথ। তারপর, দেশের সব ভালত?

ভোলা। ভাল—ভাল—ভাল! মিডওয়াইফকে ফেলে পালিয়ে আসা আর কৃত্তিবাসের সীতার বনবাস—এক।

শান্তি। মিডওয়াইফ ?

শাশুড়ী। ধাত্রী ?

বিকাশ। সীতার বনবাস তুমি বলবে একটা কলঙ্ক কিন্তু, আমি বলব

(ইঙ্গিতে শাশুড়ী ও স্ত্রীকে দেখাইয়া)

—শুদ্ধ এই প্রজানুরঞ্জনে।

ভোলা। ও! সুটকেশ—সুটকেশ।

(সে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায় ও তৎক্ষণাৎ সুটকেশ সহ প্রত্যাবর্ত্তন করে)

বিকাশ। ভুলে এসেছিলাম ত? তা বেশ করেছ—দেও দেও—

[লইতে গিয়া সুটকেশ খুলিয়া যায় তন্মধ্য হইতে শাড়ী ব্লাউজ ইত্যাদি পড়িয়া যায়। বিকাশ তাহা গোপন করিবার বৃথা প্রয়াস পাইতে থাকে]

শাশুড়ী। [জ্বলিয়া উঠিয়া]শাড়ী, ব্লাউজ যথেষ্ট হ'য়েছে! জুতো, শাড়ী, ব্লাউজ, সায়া, ভোম্বল, ভোঁদর—ধাত্রী, এসবের অর্থ কি বিকাশ?

বিকাশ। এ সবের মানে হচ্ছে—আমি বললে হয়ত আপনি বিশ্বাসই কর'বেন না।

শাশুড়ী। তোমার উদ্ভাবনী শক্তির বহু নষ্টামি এতক্ষণ আমি সহ্য ক'রেছি। আর নয়। তুমি যার পেছনে চন্দন নগরে ছুটেছিলে—

বিকাশ। আপনি যে বিশ্বাসই ক'রছেন না—আমি ত কারু পেছনে ছুটিনি—সেই যে ছুটেছিল।

শাশুড়ী। তুমি তারই সঙ্গে বসবাস ক'রতে পার। আমার এবং আমার মেয়ের সঙ্গে আজ থেকে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই।

বিকাশ। তা আমিত—হায় রে!—

ভোলা। ভুলে গেছি—ভুলে গেছি—ভুলে গেছি। তাঁদেরকে যে গাড়ীতে বসিয়ে এসেছি। বল্লাম—এই বাড়ী কিনা দেখে আসি।

[সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে]

বিকাশ। এসব একটা প্রকাণ্ড—

শাশুড়ী। আমি কোন কথা শুনতে চাই না। আজই—এই মুহূর্ত্তে—

[দিদিমা লীলা ও ভোলানাথের প্রবেশ]

দিদিমা। বৌকে এমনি ক'রেই ফেলে পালিয়ে আসতে হয়?

বিকাশ। বৌ? কে—উনি—

দিদিমা। কত রঙ্গই জানরে ভাই—

শাশুড়ী। উঃ! কি সাহস! বৌ সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে?

বিকাশ। উনিত আমার বৌ নন।

(দিদিমা প্রশ্ন সঙ্কুল নয়নে লীলার পানে তাকান)

লীলা। সত্যি দিদিমা, উনি আমার কেউ নন।

দিদিমা। সে কি!

লীলা। হ্যাঁ দিদিমা! কাল বিকেলে আমি ইডেন গার্ডেনের খালে

ডুবে মরবার একটু অভিনয় করি। সে দৃশ্যের নায়ক হন উনি। দ্বিতীয় দৃশ্য এই গৃহ—তার নায়িকা আমি। এমন সময় আসে ওঁর শাশুড়ীর আগমন সংবাদ। তারপর দৃশ্যান্তর—আপনার গৃহ। ফকিরের দুনম্বর প্রস্তাব মতে উনি আমাকে আপনার গৃহে বামুন ঠাকুরুণ ক'রেই চালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু—

শাশুড়ী। তাই ব'লে বৌ সেজে?

লীলা। দুপুর রাতে এক অপরিচিতা নারীকে সঙ্গে নিয়ে গেলে কি দিদিমা স্থান দিতে রাজী হ'তেন?

দিদিমা। ওমা! তাই বুঝি অমন ক'রে দরজা ভেঙ্গে পালিয়ে এসেছে?

বিকাশ। সত্যি ত উনি আমার বৌনন। কোন লজ্জায় আর ঘরে যাই।

শাশুড়ী। দরজা ভেঙ্গে?

দিদিমা। আমি কি জানি। আমি ভাবি বৌ। ছেলেত কিছুতেই ঘরে যেতে চায় না—জোর ক'রে যদি বা ঘরে দিয়ে এলাম —শুনলাম তখুনই দরজা ভেঙ্গে পালিয়েছে।...

(ভোম্বল বাবুর প্রবেশ)

ভোম্বল। এই যে ফটিক বাবু! তিনি ফিরেছেন?

ফকির। (স্ব) সর্ব্বনাশ! এ যে দেখি সেই দাড়ীর মড়া।

[শান্তি আসিয়া পদতলে প্রণতা হয়]

শান্তি। ভোম্বল মামা যে! কবে এলেন?

তোষল। মনে পড়েছে মনে পড়েছে ফটিক বাবু! আমার নাম তোষল বাবু।

শান্তি। ও যে ফকির—আমাদের বাড়ীর চাকর।

তোষল। না! এ চশমাটা না বদ্‌লালে আর চলে না! তারপর বিকাশ বাবু কৈ?

ফকির। বিকাশবাবু—বিকাশবাবু! ঐ যে উনি।

তোষল। ঐ হ'ল। তা—

[বিকাশ আসিয়া প্রণত হয়]

দেখে প্রীত হ'লাম। আচ্ছা, ফটিক বাবু! কুকুরটা কি বাঁধা আছে?

শান্তি। কুকুর? আমাদের বাড়ী আবার কুকুর কোথা?

তোষল। আছে—আছে—ব্লাড হাউণ্ড। ভারী খারাপ অভ্যাস, দাড়ী দেখতে পারে না।

ফকির। (স্ব) সেরেছেন।

তোষল। এ বাড়ীতে দাড়ী বাঁচান বড় শক্ত। আমি যাই—আমি যাই।

[প্রস্থান]

শান্তি। দাড়ী—কুকুর এসবের অর্থ কি ফকির?

ফকির। রাত্তি বাবু এয়েলেন কিনা—আমাদের জামাই বাবু কুকুর সাজি ভেউ ভেউ ক'রেলেন।

[সকলে হাসিয়া উঠিল]

নিভিয়া। নাতনী! একটা গান না গাইলে ছাড়ছিনে!

[লীলা অর্গানে বসিয়া গাহিতে থাকে]

গীত

[যবে]　সন্ধ্যার পরশনে আঁধার ধরা,
　　সেই বুকে জ্বলি দীপ দীপান্বিতা।
আঁধারে পথিক যবে পথহারা,—
　　সেই পথে জ্বলি আমি আলোক চিতা।
যে, মম গেহে প্রেম জ্বালেনি শিখা,
[তাঁরে]　আলোকে ভরিতে আমি অভিসারিকা ;
[যবে]　নিঠুর পবনে দিশি আলোক হারা
　　আমার পরশে তারা শুচিস্মিতা॥

লীলা। [অর্গান হইতে উঠিয়া আসিতে আসিতে] কেমন বিকাশ বাবু—শিক্ষা সম্পূর্ণ ?

বিকাশ। আশা করি—Passed with honours.

লীলা। Full marks এর সঙ্গে সার্টিফিকেট দিলাম full of honours. হ্যাঁ, বাড়ীতে হয়ত এতক্ষণ আমার জন্যে সবাই ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। আসি তবে—নমস্কার !

[লীলা অগ্রসর হইতেই প্রবেশ করে সুহাস]

সুহাস। আরে লীলা ?

বিকাশ। সুহাস যে! এস এস। তারপর বন্ধু, ইনিই কি তিনি যাঁর নয়ন কটাক্ষের খোঁচা খেয়ে, তোমার কলেরিক ডাইরিয়ার উপক্রম হ'য়েছিল?

সুহাস। হ্যাঁ—তা—ঠিক—জান—ভাই—

লীলা। হি-হি-হি!

বিকাশ। আবার!

সুহাস। সে কি! ভায়া দেখ্‌ছি একটু তটস্থ?

বিকাশ। তটস্থ! ওঁর কটাক্ষ সিরিঞ্জের খোঁচা খেয়ে আমার যে একেবারে নাভিশ্বাস উপস্থিত হ'য়েছিল।

লীলা। রোগ সারাতে হ'লে একটু ব্যথা আর দুর্ভোগ সইতে হয়।

শাশুড়ী। উনি কে বিকাশ?

সুহাস। উনিকি তোমার সেই পিনাল কোড নাকি হে? (সুহাস নমস্কার জ্ঞাপন করে)

বিকাশ। ইনি হচ্ছেন আমার এককালে কলেজমেট শ্রীসুহাস চন্দ্র ব্যানার্জ্জি। একটা বেশ বড় ফার্ম্মের একাউণ্টেণ্ট।

[শীলার প্রবেশ]

শীলা। ওঁর বিশেষ পরিচয় আমি দিচ্ছি।

শান্তি। শীলা?

শীলা। লীলা আমার বড় মামার মেয়ে। ইনি—এই যে আপ কলেজ মেট—আর লীলা, এই দুজনেইত যুক্তি এঁটে এ ব্যবস্থা ক'রেছিল।

বিকাশ। Damn it! You rogue—

সুহাস। তা ভাই—

শীলা। ওঁর সবিশেষ পরিচয় এখনও দেওয়া হয়নি বিকাশ বাবু। উনি এই আসছে অঘ্রানেই আমার বোন লীলার পানীপীড়ন ক'রছেন।

শ্বাশুড়ী। তা বাপু ভালই হ'য়েছে। চলুন বেয়ান আমরা যাই।

(দিদিমা ও শ্বাশুড়ীর প্রস্থান)

সুহাস। বৌদি! আমার বন্ধুটি অর্থাৎ আপনার স্বামী—সম্পূর্ণ নিষ্পাপ এবং নির্দ্দোষ। আমার অনুরোধ—তাকে ক্ষমা ক'রবেন। আপনি যাবার পর, ভায়ার আমার যে অবস্থা হ'য়েছিল—তাতে ক'রে বন্ধু হ'য়ে আর কি ক'রে সহ্য করি—তাই ওঁকে লেলিয়ে দিয়ে—at his Cost একটু বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করা গেল। এরপর থেকে, আশা করি বন্ধুটি আর এদিকে ওদিকে চাইতে সাহস ক'রবেনা, এই চোখ দুটি থাকবে শীল মোহর আঁটা on her majesty's servico.হাঁ,—ভাল কথা। কাল সারারাত্রি বসে বসে, বন্ধুর মিলন প্রীতির একটা গান রচনা করেছি।...

(সুহাস সকলকে যথা যথ স্থানে দাঁড় করাইয়া দেয়। বিকাশের পার্শ্বে রহিল শান্তি, বিপত্তারণের সহিত ভোলানাথ, ঘণ্টার মার সহিত ফকির, শীলার সহিত ভোম্বল বাবু—অবশেষে লীলার পার্শ্বে আপনার স্থান করিয়া লয়।)

গীত

মিলন গীতি গাইরে আজি মিলন লগনে।
মিলন প্রীতি ছড়িয়ে দেব আকাশ ভুবনে ॥
আনন্দ হ'ক দ্বন্দ্ব শত
অন্ধ তমঃ ঘুচুক যত
আলোর বিভা অলুক মনে বিমল দহনে ॥
জ্বালাও আলো
জ্বালাও আলো
মনে মনে শুভক্ষণে
সকল ব্যথা ধন্য কর প্রীতির পরশনে।

যবনিকা